২য় বর্ষ

৯ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

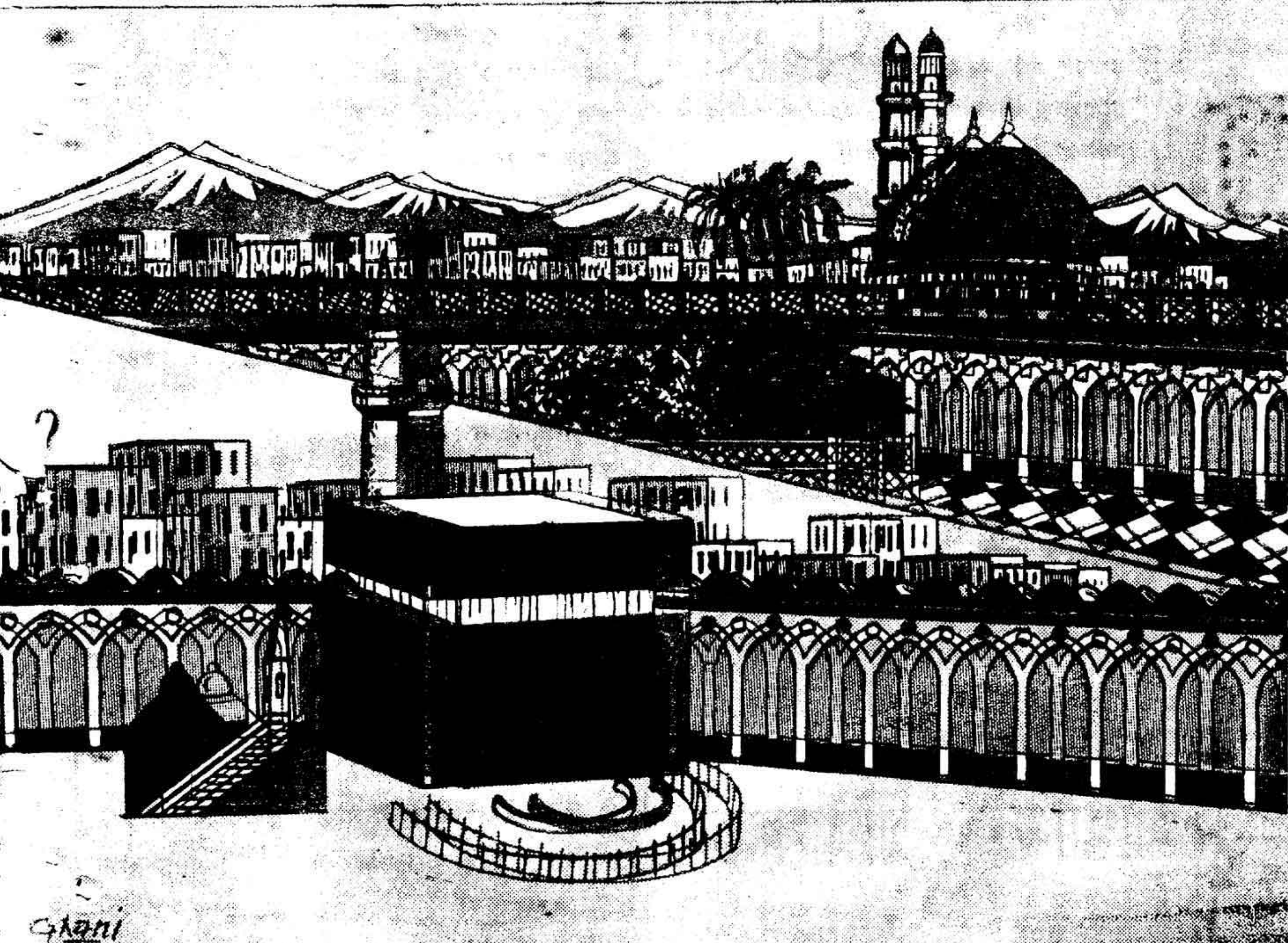

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্শ নদভী

এই
সংখ্যার মূল্য
৬০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

শা'বানুল-মুকার্‌রম—১৩৭০ হিঃ

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৮ বাং

বিষয়—সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠাঃ—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর	...	৩৫৩
২। রোজার চাঁদ	আতাউল হক তালুকদার	৩৫৯
৩। ইক্‌বালের জীবন-দর্শন	মোহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার	৩৬০
৪। ঈরাণী তৈলের পটভূমিকা	...	৩৬৪
৫। সমাজ	আশ্‌রাফ ফারকী	৩৬৮
৬। যাকাতুল-ফিত্‌র	...	৩৭১
৮। বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা	...	৩৮২
৯। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	...	৩৮৫
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	...	৩৯৮

www.ahlehadeethbd.org

Contents

...মোহাম্মদ লাইব্রেরী, ...
পোঃ খোর্দ মোহনপুর, ...

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ	রামাযানুল-মুবারক—১৩৭০ হিঃ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৮ বাং।	নবম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(১৫)

ইয়াওমুদ্দীনের তাৎপর্য্য,

'দীন' অর্থাৎ প্রতিফল, কর্মফল বা বিচার 'ইয়াওম' শব্দের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার অর্থ হইল—চরমপ্রতিফল এবং পূর্ণবিচারের দিবস।—ইমাম রাগিব 'ইয়াওম' শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সূর্যোদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত সময়-কে 'ইয়াওম' বলা। اليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس الى غروبها وقد يعبر به عن مدة من الزمان اى مدة كانت – হয়। আবার কালের অন্তরভুক্ত দীর্ঘ বা সামান্য সময়কেও 'ইয়াওম' বলা হইয়া থাকে। * কোর্‌আনে দিবস ও যামিনীর সমষ্টিগত কাল—'ইয়াওম' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরত-আলে-ইমরানে যকরীঈয়া নবীর প্রসংগে যে সময়কে ত্রিদিবস ثلاثة ايام বলিয়া আখ্যাত করা হই-

* মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন ৫৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

য়াছে (৪১ আয়ত), পুনশ্চ উহাই ছুরত-মর্য়মে ত্রিরাত্রি ثلث ليال বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (১০ আয়ত)। মোটের উপর আরাবী সাহিত্যে ও কোর্‌আনে দিবাকাল অথবা দিবারাত্রির সমষ্টি অথবা নির্দিষ্ট সময় বা মুহূর্তের অর্থে 'ইয়াওম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, অনির্দিষ্ট ভাবে কুত্রাপিও 'ইয়াওম' শব্দ ব্যবহৃত হয়নাই। অতএব কোর্‌আনে 'ইয়াও-মুদ্দীন' বাক্য দ্বারা চরম প্রতিফল ও শেষ বিচারের নির্দিষ্ট দিবস বুঝান হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, কাদীয়ানী মুতনব্বীর প্রথম খলীফা মওলানা হাকীম নুরুদ্দীন এবং উক্ত মত-বাদের লাহোরী সমাজের ইমাম মওলানা মোহা-ম্মদ আলী এম, এ, এল্, এল, বি প্রভৃতি 'দীন' শব্দের শুধু আভিধানিক অর্থকে সম্মুখে রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী ও বর্‌যখের (কবর) কর্মফলকে লক্ষ করিয়া দুন্য়া, কবর ও কিয়ামত সমস্তকেই 'ইয়াওমুদ্দীনে'র পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের অন্ধ অনুসরণে— আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষ্যকারগণের মধ্য হই-তেও কেহ কেহ কেবল কর্মফলকে 'ইয়াওমুদ্দীনে'র অর্থ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ উপ-হাস করিয়াছেন যে, 'বিচার'কে নির্দিষ্ট দিবসের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে দুন্য়াটা কিয়ামত পর্যন্ত বিচারশূন্য হইয়া থাকিবে আর ইহার ফলে আল্লাহর বিচারক-গুণটাকে কিয়ামতের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

পরিহাস দ্বারা কোন বিষয়কে দুর্বল ও স্বীয় অভিমত কে বলিষ্ঠ প্রমাণিত করার রীতি বৈজ্ঞানিক নয়, তাই কোর্‌আনের ছুরত-আল্‌বাকারায় পরিহাস বুদ্ধিমানদের রীতি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, বরং চক্ষু থাকা সত্ত্বেও যাহারা বিশেষ মত্‌লবে উহার সদ্ব্যবহার করিতে চায়না, কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থলে তাহাদের আচরণের ঘোর নিন্দা করা হইয়াছে।— কাদীয়ানী ব্যাখ্যাকাররা 'দীনের' আভিধানিক অর্থ লক্ষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার 'মুযাফ' — (Adjunct) 'ইয়াওম' এবং 'আল-দীন' এর গুণ-বাচক অব্যয়পদ আলিফ লামকে হারাইয়া ফেলি-য়াছেন। তাঁহারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখেননাই— যে, ব্যাপক বিচার বা প্রতিফলের অধিকারী বুঝা-ইতে চাহিলে শুধু 'মালিকুদ্দীন' (مالك الدين) বলিলেই যথেষ্ট হইত, 'মালিকে ইয়াওমিদ্-দীন'— বলার প্রয়োজন হইতনা। 'ইয়াওমুদ্দীন' বাক্যের অর্থ যে কিয়ামতের দিনছাড়া অন্য কিছুই নয় স্বয়ং কোর্‌আন কর্তৃক সন্দেহাতীত ভাবে তাহা প্রমা-ণিত হইয়াছে, এই মর্মের কতক আয়ত পূর্বেই— উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে আরও কয়েকটী উল্লেখ করা হইতেছে।

ছুরত-আল্ মুদ্দাছ্ছিরে দোযখীদের সম্বন্ধে— বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের দোযখবাসী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিবে, আমরা বিচারের وكنا نكذب بيوم الدين – দিনকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম (৪৬ আয়ত)। ছুরত-আল্‌ওয়াকিআতে দোযখীদের খাদ্য যক্কুম ও ও উত্তপ্ত পানীয়ের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে— ইয়াওমুদ্দীনে ইহাই هذا نزلهم يوم الدين হইবে তাহাদের অতিথিসংকার! (৫৬ আয়ত)।— যক্কুম ও উত্তপ্ত পানীয়কে কোন বালকও মানুষের কর্মের পার্থিবদণ্ড বলিয়া ধারণা করিতে পারেনা। ছুরত-আছ্ছাফ্‌ফাতে কিয়ামতের আবির্ভাব সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি উধৃত হইয়াছে যে, একটীমাত্র প্রচণ্ড চিৎকার ধ্বনির সংগে সংগে তাহারা উহা— প্রত্যক্ষ করিবে আর বলিয়া উঠিবে, হায় সর্বনাশ! এইতো বিচার দিবস! (তদুত্তরে তাহাদিগকে বলা হইবে) হাঁ! — وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون – ইহাই সেই মীমাংসার দিবস যাহা তোমরা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে (২০ ও ২১আয়ত)। উল্লিখিত আয়ত সমূহে 'ইয়াওমুদ্দীনে'র অর্থ কর্মফল অর্থাৎ বিচারের নির্দিষ্ট দিবস গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং পৃথিবী বা কবরের বিচার অথবা ব্যাপক কর্ম-ফলের অর্থের সহিত আয়তগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

ফলকথা, 'দীনে'র যত প্রকার অর্থই থাকুকনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেন, ইয়াওমের সহিত যুক্ত হইবার পর উহার অর্থ বিচারের জন্ম নির্দিষ্ট দিবস কিয়ামত ছাড়া অন্ম কিছু হইতে পারেনা।

যে শ্রেণীর ও যেরূপ ধরণের বিচারের জন্ম কিয়ামতের দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে, দুন্য়ায় সেরূপ বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে পৃথিবী মুহূর্তের তরেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতনা এবং— পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কর্মক্ষেত্র বা 'দারুল আমল' হওয়ার পরিবর্তে বিচারভূমি (دارالجزاء)তে পরিণত হইত। পৃথিবী বা বর্যখে যে কর্মের পুরস্কার বা দণ্ড আদৌ হয়না, তাহা নয়, পরন্তু 'ইয়াওমুদ্দীন' বা কিয়ামতের দিনের তুলনায় উক্ত বিচার অকিঞ্চিৎকর এবং — আংশিক মাত্র। পৃথিবীর বিচার স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়, ইহার কারণ কোরআনেই উল্লিখিত হইয়াছে। যদি আল্লাহ মানুষের প্রতিটী— অপরাধের জন্ম তাহাদিগকে দুন্য়ায় ধৃত করিতেন, তাহাহইলে দুন্য়ার পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে তিনি অবশিষ্ট রাখিতেননা, পক্ষান্তরে— আল্লাহ তাহাদিগকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঢিল দিয়া রাখিয়াছেন,— আন্নহল, ৬১ আয়ত।

ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم الى اجل مسمى !

পার্থিব বিচার অথবা ব্যাপক কর্মফলকে 'ইয়াওমুদ্দীনের অন্তরভুক্ত মনে করা কোর্আন ও আরাবী সাহিত্যে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আল্লাহ দুন্য়ায় যেসকল বিচার করিয়া থাকেন, সেগুলির কার্য, কারণ ও ফলাফল সুস্পষ্ট ও অবিসম্বাদিত নয়। সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট এবং দ্বন্দ্বহীন বিচার কেবল কিয়ামতের দিনেই নিষ্পত্তি হইতে পারিবে, একথাকে উপহাস করা সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। দুন্য়ার কর্মক্ষেত্রে যতটুকু এবং যে আকারে প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু এবং পৃথিবী ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে আলমে বর্যখে কিয়ামতের পূর্বাভাষ স্বরূপ কর্মের ফল ভুগিতে হইবে, এই আংশিক এবং অবস্থাগতিক বিচার কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করিবেনা, কিন্তু চূড়ান্ত, স্থায়ী এবং চুলচেরাভাবে— কর্মের ফলাফল দান ও ভোগকরা পৃথিবীর চরমত্বলাভের পরেই সম্ভবপর হইবে, উক্ত চূড়ান্ত বিচারের জন্ম যে দিবস ধার্য হইয়াছে, তাহাই ইয়াওমুদ্দীন।

কিয়ামতের দিনের মালিক হওয়ার দরুণ অন্যান্য সময়ের উপর হইতে আল্লাহর মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, এ আশংকা অলীক, এরূপ অপব্যাখ্যাকেই 'তফ্ছীর বির্রায়'— কাল্পনিক তফ্ছীর বলে। কোন ন্যায়শাস্ত্রেই একটী বস্তুর অধিকার দ্বারা— অন্যান্য বস্তুর অধিকার বাতিল সাব্যস্ত হয়নাই। বক্ষ্যমান ছুরত-আল্ফাতিহায় আল্লাহর বিচারগুণ ব্যতীত তাঁহার মাত্র দুইটী গুণ— রবুবীয়ত ও রহ্মত— প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাই বলিয়া কি আল্লাহর অপরাপর গুণরাজী অস্বীকৃত হইবে? বিচার দিবসে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যেরূপ মূর্ত, অবিসম্বাদিত ও সন্দেহাতীত হইবে, দুন্য়ায় আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব সেরূপ নিঃসন্দেহ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী- নয়, তাই 'ইয়াওমুদ্দীনে' সমুদয় আপেক্ষিক (Relative) ও সীমাবদ্ধ (Limited) প্রভুত্ব ও আধিপত্য বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। لمن الملك اليوم ? সে দিবস বিঘোষিত হইবে, আজ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কাহার? لا يملكون منه خطابا - চতুর্দিকে শুধু নিস্তব্ধতা বিরাজ করিবে। শাহানশাহ, হিজ ম্যাজিস্টি এবং মানবসমাজের কাল্পনিক ভাগ্যবিধাতারদল চিরঞ্জীবী ও প্রতিষ্ঠাবান আল্লাহর وعنت الوجوه للحى القيوم সম্মুখে সে দিবস অবনত-মস্তক হইয়া থাকিবে।— বুখারী ও মুছ্লিম রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, চরম বিচার দিবসে আল্লাহ বলিবেন, আজ বিক্রমশীলের দল কোথায়? اين الجبارون ? اين المتكبرون ? আজ দাম্ভিকের দল কোথায়? কিন্তু কাহারো উচ্চবাচ্য করার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ হইতেই বিঘোষিত হইবে, অদ্য অধিকার ও প্রভুত্ব একক ও لله الواحد القهار ! প্রবলপরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট! কোর্আন ও ছুন্নতের উল্লিখিত বিশ্লষণের সাহায্যে প্রমাণিত— হইল যে, ইয়াওমুদ্দীনের মালিক হওয়ার তাৎপর্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কি? পুনর্জন্মবাদী মুশ্‌রিক এবং নাস্তিক দল ছাড়া খ্রীষ্টান, ইয়াহুদ ও মুছলমানগণের পক্ষে আল্লাহর 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' হওয়ার তাৎপর্য বিতর্কের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। কারণ কোর্‌আনের ন্যায় তওরাত ও ইন্‌জীলেও কিয়ামত স্বীকৃত হইয়াছে।*

পুরস্কার ও তিরস্কারের বিধান।

কোর্‌আনের অবতরণযুগে এ সম্বন্ধে যে বিশ্বজনীন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার সারাংশ এইযে, পুরস্কার ও তিরস্কার আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্রোধ ও বিক্রমের পরিণতি মাত্র, কর্মের ফলাফলের সহিত পুরস্কার বা তিরস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহর উলুহীয়তকে রাজতন্ত্রের সহিত উপমিত করার—পরিকল্পনা অপরাপর ধর্মীয় চিন্তাধারার মত উপরিউক্ত বিষয়টীকেও দুস্থ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত যে, স্বৈরাচারী নরপালের দল কখনো বা খুশী হইয়া একধার হইতে পুরস্কৃত করিতে লাগিয়া গিয়াছে পরক্ষণেই আবার রুষ্ট হইয়া তাহারা দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বপতি আল্লাহর অবস্থাও জনগণ তাহাদের রাজাদের মতই অনুমান করিয়া লইয়াছিল, অর্থাৎ এক মুহূর্তে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট অন্য মুহূর্তে রুষ্ট হইয়া পড়েন, সুতরাং দেবতাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করার জন্ম তাহারা সবসময়ে বলীদান আর—তাঁহাদের মনোরঞ্জন কল্পে ভোগ উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল। দুন্‌য়ায় বলী ও উৎসর্গের রীতি এই পরিকল্পনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেববাণী পরিকল্পনা—অপেক্ষা ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের পরিকল্পিত মতবাদ অধিকতর উন্নত ও মার্জিত হইলেও আলোচ্য বিষয়ে তাহাদের মধ্যেও বিশেষ কোন পরিপুষ্টি ও উন্নত ব্যতিক্রম সাধিত হয়নাই। ইয়াহুদরা বহু দেবতার পরিবর্তে ইছ্‌রাঈলীদের জন্য এক যিহোবাকে মানিয়া লইলেও এই খোদা পুরাতন ঠাকুর দেবতাদের মতই স্বৈরাচারী ও খামখেয়ালী ছিলেন, তিনি বিনা—কারণে সমগ্র জাতির পরিবর্তে শুধু ইছ্‌রাইলদিগকে 'নির্বাচিত বংশধর' (Chosen Seed) রূপে বরণ—করিয়া লইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, মা হাউওয়ার পাপের জন্য আদমের গোটা বংশটাই অভিশপ্ত হইয়াছে, পিতা ঈশ্বর নিজের পুত্রত্বগুণকে যীশুর আকারে শূলে না ঝোলানো পর্যন্ত আদমের বংশজ পাপ ও অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর—হয়নাই।

'পুরস্কার ও তিরস্কার বিধির' একটা নূতন দৃষ্টিভংগী কোর্‌আন বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, কোর্‌আন বলে যে, বিশ্বভুবনের নিয়ন্ত্রণ ও—পরিচালনার জন্য যে বিধান কার্যকরী রহিয়াছে, পুরস্কার ও তিরস্কারের বিধান তাহা হইতে পৃথক ও—স্বতন্ত্র নয়, উহা প্রাকৃতিক বিধানেরই স্বাভাবিক অংগ। স্থিতিমান জগতে এই বিশ্বজনীন বিধি বলবৎ —আছে যে, প্রত্যেকটী ক্রিয়ার কোন না কোন প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যেকটী দ্রব্যের কোন না কোন গুণ অবশ্যই রহিয়াছে। ইহা আদৌ সম্ভবপর নয় যে,—দুন্‌য়ায় একটি জিনিষ বিদ্যমান রহিবে অথচ উহা প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি শূন্য। স্থুলদেহ ও জড়উপাদানের ন্যায় কার্য ও আচরণসমূহও গুণশূন্য ও প্রতিক্রিয়াবিহীন নয়, দেহের ন্যায় মানুষের আত্মাও—স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতি ও চেতনায় ভরপুর রহিয়াছে। দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেহকে যেমন প্রভাবান্বিত করে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা তদ্রূপ আত্মা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। আচরণ ও কর্মের এই যে স্বাভাবিক গুণ ও ফল, ইহাকেই কোর্‌আনে পুরস্কার ও তিরস্কার বলা হইয়াছে। সদাচরণের ফল সৎ ছাড়া আর কি হইবে? ইহাই পুরস্কার বা ছওয়াব। মন্দ—আচরণের ফল মন্দ ছাড়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং উহাই তিরস্কার বা আযাব। ছওয়াব ও—আযাবের প্রকৃতি কিরূপ হইবে—সে সম্বন্ধে কোর্‌আনে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি অনুসারে যে চিত্র অংকিত হইয়াছে তাহার একাংশ হইল —বেহেশত্‌, আর এক অংশের নাম দোযখ বা নরক। যাহাদের আচরণ ও ব্যবহার স্বর্গীয়, স্বর্গের সুখ ও ন্যা'মৎ তাহাদের জন্য, আর যাহাদের ব্যবহার নারকীয়, নরকের দুঃখ ও যন্ত্রণা তাহাদের জন্য। কোর্‌-

* Bible, Luke XIV, 14.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আনের ঘোষণা, — নরক-বাসী আর জন্নতের অধিবাসীরা সমতুল্য নয়! জন্নতের অধিবাসীরাই সফলতার অধিকারী— আলহশর: ২০।
لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون –

আগুনের প্রকৃতি হইতেছে পোড়ান, সুতরাং দহন ও জ্বালার যে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া, আগুনের স্ফুলিঙ্গ যে স্পর্শ করিবে, তাহাকে উহা ভোগ করিতে হইবেই। পানীর প্রকৃতি হইতেছে আর্দ্রতা ও শীতলতা, ইহা পানীর স্বভাবদত্ত প্রতিক্রিয়া, সুতরাং নদীতে অবতরণ করার পর পানীর আর্দ্রতা ও প্রতিক্রিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। আগুন জ্বালায়, পানী ঠাণ্ডা করে, আর্সেনিক খাইলে মৃত্যু ঘটে, দুধে শক্তি সঞ্চার হয় আর কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে; দ্রব্যের এই প্রতিক্রিয়াগুলি যদি বিস্ময়কর বিবেচিত না হয় এবং এ সমস্ত যদি জীবনের বিশ্বাসসমূহের (Faiths) পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়াকে সন্দেহ করার কারণ — কি? আর এ বিধান কেন আশ্চর্যজনক বিবেচিত হইবে?

গমের চাষ করিয়া কেহই সন্দেহ করেনা যে, গম জন্মিবেনা, অথবা গমের পরিবর্তে কলাই জন্মিবে। কেহ এরূপ ধারণা প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাকে পাগল বলিবে। কেন? যেহেতু প্রকৃতির প্রতিফলদান করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে, অতএব মুহূর্তের জন্যও কাহারো মানসলোকে এ-সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়না যে, প্রকৃতি গম গ্রহণ করিয়া কলাই প্রত্যর্পণ করিতে পারে! এমনকি ইহাও কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেনা যে, প্রকৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম লইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর গম ফিরাইয়া দিবে! আমরা সকলেই নিশ্চিত রূপে অবগত— আছি যে, প্রতিফল দান করার ব্যাপারে প্রকৃতি-সুন্দরী সকল সন্দেহের অতীত। এখন ইহা চিন্তা— করিয়া দেখা উচিত যে, যে প্রকৃতি গমের পরিবর্তে গম আর কলাইয়ের বদলে কলাই দিয়া থাকে, উহার মধ্যে সদাচরণের জন্য সৎ প্রতিদান এবং অসদাচরণের জন্য মন্দ প্রতিফল দিবার কি শক্তি নাই? আল্লাহর নির্দেশ, যাহারা — পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা কি মনে করে যে আমরা বিশ্বাস-পরায়ণ ও সদাচার-শীলদের সংগে যে রূপ ব্যবহার করিব, তাহাদের সংগেও সেই রূপ ব্যবহার করিব? জীবনে আর মরণে একই রূপ ব্যবহার? মস্তবড় ভুল ইহা, যাহা তাহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছে! এবং আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি করেননাই বরং সত্যসহকারে সৃজন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক সত্তাকে তাহার— উপার্জন অনুসারে প্রতিফল দেওয়ার জন্যই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রতিফল সঠিক ভাবেই দেওয়া হইবে, তাহারা কেহই অত্যাচারিত হইবেনা,— আলজাছিয়া, ২১ ও ২২ আয়ত।
ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصلحت سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون – وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون !

আল্লাহর নির্দেশ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার— উপার্জনের ফলাফলের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে — আত্তুর: ২১ আয়ত। আল্‌বাকারায় পুরস্কার ও তিরস্কারের মূলনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে,—প্রত্যেক মানুষ যাহা উপার্জন করিয়াছে, তদনুসারে সে ফলভোগ করিবে এবং কৃতকর্ম অনুসারে তাহাকে জওয়াবদিহী করিতে হইবে (২৮৬ আয়ত)। জাতি এবং সমাজ সম্পর্কেও একটি সাধারণ নিয়ম উক্ত ছুরতে বিঘোষিত হইয়াছে,—এ উম্মত অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্য, আর তোমরা যাহা উপার্জন করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য এবং পূ-
كل امرئ بما كسب رهين –
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت –
تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون –

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

রোজার চাঁদ

—আতাউল হক তালুকদার

হে রোজার চাঁদ, বহুদিন আগে দেখেছি মোদেরি মাঝে
এ-পাপ-পঙ্কিল মানুষের বিশ্বে মহামহিম সাজে
অভিনব এক চাঁদের উদয় অচিরাৎ হয়েছিল;
সেই চাঁদ এই আঁধার ধরণী আলোকিত ক'রে দিল!
তারি কথা আজো মনে পড়ে প্রিয়, কী সুন্দর সেই শশী!
পূর্ণিমার চাঁদ, তাঁহারি কিরণে উঠেছিল ধরা হাসি'!
সেই চাঁদেরই রূপ নিয়ে তুমি উদিত হয়েছ আজ
তোমার কায়াতে তাঁহারেই দেখি. দেখি তাঁহারই সাজ!
বিশ্বাঙ্গনে তিনি আসিয়াছিলেন বিশ্বেরে করিতে স্বর্গ,
মানুষের চির-সুন্দর করাই সাধনা ছিল তাঁর গো!
তুমিও এসেছ করিতে সুন্দর মানুষের দেহ-মন,
পঙ্কিল জগতে পুষ্প ফুটাইয়া করিবার সুশোভন!
তোমার বাঁশীতে উঠে যেই সুর বুঝিয়া দেখেছি তায়,
এ-বিশ্ব-জগতে সে শুধু মানুষে মহান করিতে চায়!
তুমি আনিয়াছ পূত পয়গাম—ছিয়ামের মহাবাণী;
তুমি বল, রোজা উপবাস নহে,—মানব-মঙ্গল-ধ্বনি!
শুধু যদি সবে রোজা রাখে তবে মানুষ মহান হ'বে,
নিখুঁত সুন্দর নন্দন আসিবে চির-কলুষিত ভবে!
নবীর নিশান হাতে নিয়ে তুমি ধূলার ধরায় এসে
বরষে বরষে মানুষেরে তুমি মানুষ করিছ হেসে!
তোমারে দেখিয়া মনে হয় মোর নবীবর চাঁদ হ'য়ে
মানুষের কানে মানুষের বাণী যাইছেন যেন ক'য়ে!
পবিত্র রোজার পতাকা বাহিয়া ধরায় এসেছ প্রিয়,
হে রোজার চাঁদ, হে সোনার চাঁদ, ছালাম আমার নিও!

---

৩৫৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এবং দণ্ড কেবল আল্লাহর সন্তোষ ও ক্রোধের ফল—মাত্র, সৎ ও অসৎ কর্মের ফল নয়, পক্ষান্তরে কোর্‌আনে ইহাই বিঘোষিত হইয়াছে যে, পুরস্কার ও দণ্ড মানুষের কর্মফল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সৎকর্ম দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জিত হয় আর অসৎকর্ম তাঁহার বিরাগ ও দূরত্ব ঘটাইয়া থাকে।

কর্ম এবং তাহার প্রতিফলের এই মতবাদ পৃথিবীর পূর্ববর্তী এবং প্রচলিত মতবাদ হইতে শুধু স্বতন্ত্রই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে। ছুরত-আল্‌ফাতিহায় কর্মফলের অর্থে 'দীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অতীত ও বর্তমান সমুদয় ভ্রান্তির অপনোদন এবং পুরস্কার ও দণ্ডের ইছলামী দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

ইক্‌বালের জীবন-দর্শন।

মোহাম্মদ আবদুস জাব্বার।

কবিত্ব কবির মর্ম্মরূপ। কবির মানস লোকে যে রূপ ও রস ঘনীভূত হইয়া উঠে, সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি তাই বাহিরের বিশ্ব-বুকে ছড়াইয়া দেন। ভাবের সাধনা এবং ভাবের ব্যঞ্জনা-ই— তাঁর গৌরব বা অগৌরব, সৃষ্টি বা অনাসৃষ্টি, সার্থকতা বা ব্যর্থতার পরিচয় পৃথিবী বুকে রাখিয়া যায়। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি মরমী-মানুষ দুনিয়ায় চিরদিন ব্যথা-রক্তীন জীবনের বোঝা বহন করিয়া চলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন,

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বুকে—
বেদনা অপার, নিত্য তার জাগরণ।"

কবি-মনের এই নিত্য জাগরণই দুনিয়ায়— চিরদিন নতুনের বাণী আনিয়াছে। ভোগ-বিলাস-মত্ত মানব-সমাজের জন্য নব সৃষ্টি ও মঙ্গল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দান করিবার প্রেরণায় তাঁহারা আপনহারা, মানুষের কল্যাণ কামনার অপরাধে যুগে যুগে তাঁহারা মানুষের হাতে নির্যাতিত হইয়াছেন। পরম করুণা-ময়ের বিশেষ অনুগ্রহে যাঁহারা এই পথের সর্ব্বশেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, ইছলামের পরিভাষায় তাঁহাদিগকে "নবী" বলা হয়। বস্তুতঃ কবি ও কবিত্ব উন্নত জীবনের উপর তলায় উঠিবার সিঁড়ির ধাপ বিশেষ; নবী ও নবুয়ত সেই সিঁড়িরই সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ প্রান্ত। প্রথমটী মানুষের সাধনা-লব্ধ ও— অর্জ্জিত বিষয়, দ্বিতীয়টী মানবীয় সাধনার উর্দ্ধো-স্থিত আল্লাহ পাকের বিশেষ অবদান। মহাকবি ইক্‌বালের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে এই বিশেষ সত্য ও তথ্যটীর প্রতি নজর না দিলে তাঁহাকে— বুঝিবার উপায় নাই অথবা তাঁহার চিন্তার মৌলিক-ত্বের রহস্য ধরা পড়িবেনা।

এই বিংশ শতাব্দীর জগত। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কত প্রকার নূতন চিন্তা ও মতবাদের জন্মলাভ হইল এবং অপমৃত্যু ঘটিল। ইক্‌বালের সমসময়েই ইউরোপে—জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে কত দার্শনিক ও চিন্তানায়ক জন্মগ্রহন করিলেন এবং নিত্য নূতন চিন্তা ও মতবাদের এমন এক বিরাট— গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করিয়া গেলেন যে সমগ্র প্রাচ্যের চিন্তাজগত তাহাতে প্লাবিত হইয়া গেল। শুধু তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানস-লোকের ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠিল। আশ্চর্যের বিষয়,— সমগ্র চিন্তা-বৈষম্য— এবং আইডিয়ার গোলক ধাঁধা মুক্ত হইয়া— কবি ইকবাল শুধু নিজের স্বকীয়ত্ব বজায় রাখিলেন না, সমগ্র দুনিয়ার মনীষীদের দরবারে বিশেষতঃ মোছলেম জাহানের সর্বত্র এক মহা আলোড়ন উপস্থিত করিলেন। কী জন্য ইহা সম্ভবপর হইল?

ভারতে মোগল রাজত্বের শেষভাগে ভারতীয়— মোছলমানদের জীবনে অধঃপতনের যে অমানিশা ঘনাইয়া আসিয়াছিল,— ইক্‌বালের পূর্ব্বে মহাকবি আলতাফ হোছেন হালীর প্রাণে সে ব্যথা বড়ই তীব্র ভাবে বাজিয়াছিল। তিনি আগুন ঝরানো ভাষায় লিখিয়াছিলেন :—

که کل کون تھے اج کیا ہو گئے تم
ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم –
نہ افسوس انھیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ
نہ رشک اور قوموںکی عزت پہ ہے کچھ –
بہائم کی اور انکی حالت ہے یکساں
کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں –
نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں
نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں –

"কাল তুমি কি ছিলে, আজ কি হয়ে গেলে? জাগতে জাগতেই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? নিজের অধঃপতিত অবস্থায় এদের একটুও আফছোছ নাই,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্য জাতির সম্মান দেখে এদের একটু ঈর্ষা জাগে না। পশুদের মতই এদের অবস্থা, এক অবস্থায় সর্ব্বদাই ডুবে থাকে। অপমানেও এদের কোন অভিযোগ নাই, সম্মানেরও কোন আকাংখা নাই। এদের—দোজখেরও ভয় নাই, বেহেশতেরও আশা নাই।"

জাতীয় অধোগতির এই তীব্র কষাঘাত মহাকবি ইকবালের মনে তীব্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তদুপরি আকাশপারের আলোক ঝরনা মহাগ্রন্থ—কোর্‌আন মজীদ তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। ভারতীয় তথা বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি ভুলে যাওয়া চির দিবসের অমর বাণী তুলিয়া ধরিবার প্রেরণা লাভ করিলেন। সমস্ত চিন্তার সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে তিনি অবিনশ্বর মহাপথের সন্ধান পাইলেন। যে বাণী রুমী ও হাফেজের মর্ম্মবীণায় ঝংকৃত হইয়া বিশ্বের বুকে চিরন্তন দীপ্তি দান করিতেছে,— ইক্‌বাল সেই পথে নিজের সত্ত্বা খুঁজিয়া পাইলেন।

সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তার সংঘাত, সকল প্রকার—অচল দার্শনিকতা ও অসম্ভব আদর্শবাদিতা পরিহার করিয়া তিনি মানুষকে নিজস্ব স্বকীয়ত্ব উপলব্ধি এবং সত্ত্বাকে বলিষ্ঠ করিবার আবেদন জানাইলেন— যা পবিত্র কোরআন ও হাদীছের মূলমন্ত্র। ইউরোপের জড়বাদীশিক্ষা ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে-ই তাঁর প্রথম জেহাদ। রমূজে-বেখূ-দীতে তিনি তীব্র শ্লেষ হানিয়াছেন—

علم غیر اموختی اندوختی
روئے خویش از غازہ اش افرو ختی -
ارجمندی از شعارش مے بری
من ندانم توتوئی یادیگری -

عقل تو زنجیر افکار غیر
در گلوئے تو نفس از تار غیر-
ہر زباں نست گفتگو ہا مستعار
در دل تو ارزو ہا مستعار-

تا کجا طرف چراغ محفلی
زآتش خود سوز اگر داری دلی -

فن فن است که خون را شفا خت
قوم قوم است که خبر با خون نساخت -

"শুধু তুমি অপরের শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণ করেছ এবং তাদের রং দিয়ে নিজের মুখ খানা রাঙিয়ে নিয়েছ। তাদের দেখানো আগুনের ফুলকীর—আলোকে তুমি নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করতে গিয়েছ। আমি বুঝিনা যে তুমি তুমিই না অপর কেহ? অপরের শিক্ষার প্রেরণায় তোমার চিন্তা ও ধ্যান ধারণা বন্দী, অন্যের বীণার তারে তারে তোমার অন্তরের বাণী ঝংকার দিয়ে উঠ্‌ছে। তোমার মুখে ধার করা কথার খৈ ফোটে, তোমার হৃদয়ে অপরের আকাংখা বাসা বেঁধেছে। আর কতকাল তুমি এই অপরের প্রদীপের আলোকে ঘুরে বেড়াবে? তোমার যদি হৃদয় থাকে, তা হলে নিজ আত্মার আগুন জ্বালিয়ে তোল। প্রত্যেকটী মানুষ নিজের আত্ম-উপলব্ধিতে সত্যিকার মানুষ হ'য়ে উঠে। জাতি তখনই সত্যিকার জাতি হ'য়ে উঠে, যখন তারা নিজের সত্যিকার—পরিচয় জেনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনা (!)"

মানসিক দৈন্য এবং অন্ধ পরানুকরণের প্রবৃত্তিকে তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই।

از سوال اشفتہ اجزاے خودی
بے تجلی نخل سینائے خودی -
از سوال افلاس گردد خوارتو
از گدائی گریۂ نـاداں تو-

"ছওয়াল বা ভিক্ষা-বৃত্তি আত্মাকে দীনহীন কাঙালে পরিণত করে। এই হীনতায় আত্মার সিনাই পাহাড় আলোকহীন অন্ধকারায় পরিণত হয়। মনের কাঙালপনায় দারিদ্রের দুঃখ তোমাকে আরও অবনমিত ক'রবে। ভিক্ষা বৃত্তিতে তোমার সত্ত্বা আরও নীচ এবং কলুষিত হবে।"

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে মনের দেউলিয়া ভাব পরিহার করিবার জন্য তিনি ফরিয়াদ করিয়াছেন—

دلاتا رائی پروانہ تا کے
نگیری شیوہ مردانہ تاکئے -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

ঈরাণী তৈলের পটভূমিকা

উনবিংশ শতক বিদায়োন্মুখ, নাছিরুদ্দীন শাহ কাচার পারস্যের সিংহাসনে বিরাজমান। বিদেশী-দের জন্য পারস্য তখন নিষিদ্ধভূমি বলে গণ্য ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ ঈরানীদের তখনো—স্পর্শ করতে পারেনি। ঠিক এমনি সময়ে উইলিয়ম নক্স ডিয়ার্কী নামে অষ্ট্রেলিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্রী কলেকৌশলে পারস্য সম্রাট শাহ নাছেরুদ্দীনের কাছ থেকে পারস্যে প্রবেশ করার অনুমতি যোগাড় করে ফেল্লেন। পাদ্রীছাহেব পারস্যভ্রমণের কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিলেন যে, ঈরানের ইতিহাস, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার পবিত্র উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর অন্য কোন মতলব নেই।

ডিয়ার্কী যরতশ্তীদের ইতিহাসে ঈরাণের—প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডের উপাখ্যান পাঠ করলেন আর এরই সংশ্রবে 'চির দীপ্তিমান অগ্নি' আর 'জ্বলন্ত বারিধি'র আলোচনা পুনঃ পুনঃ শুনতে পেলেন। তাঁর মনে—এই প্রশ্ন ভেসে উঠলো— 'জ্বলন্ত বারিধি'র তাৎপর্য কি হতে পার? এক উজ্জ্বল প্রভাতে হঠাৎ পাদ্রী—ছাহেবের মানসলোকে এই অদ্ভুত কল্পনা দোলা দিয়ে গেল যে,—'জ্বলন্ত বারিধি'র তাৎপর্য কি তেলের খনি হতে পারেনা? কল্পনায় বিভোর হয়ে যতই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে এ বিশ্বাস—দৃঢ়তর হতে থাকলো যে, পারস্যের মাটিতে অবশ্যই তেলের খনি রয়েছে। এরপর ডিয়ার্কী লণ্ডনে চলে—গেলেন, বিশেষজ্ঞ আর পুঁজিপতিদের সংগে বুঝাপড়া করার জন্যে। কয়েক জন বড় বড় পুঁজিপতি কিছু মোটা টাকাও তাঁর হাতে দিয়েদিলেন। ডিয়ার্কী পারস্যে প্রত্যাবর্তন করে পারস্যের শাহ নাছিরুদ্দীন কাচারের সংগে সাক্ষাৎ করলেন আর তাঁর কাছ থেকে তেল অনুসন্ধান করার অনুমতি লাভ করলেন।

ডিয়ার্কী পারস্য ভূমিতে যে কোন্ অমূল্য সম্পদ অনুসন্ধান করছিলেন আর সে অনুসন্ধান সফল হলে ঈরানের ইতিহাসে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযুক্ত হবে, পারস্যের শাহ আর তাঁর সরকার তা স্বপ্নেও তখন কল্পনা করতে পারেননি। সে যাইহোক ডিয়ার্কী তেলের সন্ধানে পারস্যের ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি মন্থন করে ফেল্লেন কিন্তু তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হলোনা, তেলের কোনই সন্ধান তিনি করে উঠতে পারলেননা। মুষ্টিমেয় ধনিকদের সীমাবদ্ধ অর্থ সাহায্যে এ বিরাট আর দুরূহ কাজ সমাধা করা সম্ভবপর ছিলনা, মেশি-নারী আর বিশেষজ্ঞ দলের প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী, কিন্তু ডিয়ার্কীর পক্ষে এ দুটী বিষয় সংগ্রহ করা তখনো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

ডিয়ার্কীর পুঁজি শেষ হলেও তাঁর উৎসাহ উবে গেলনা, একান্ত অভাব ও দৈন্যদশাগ্রস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি তেলের খোঁজে চরকির মত ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। ইতিমধ্যে তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায় পুর-স্কৃত হবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। পারস্য-সম্রাট নাছেরুদ্দীন শাহ আকস্মাৎ ঈরানকে ইউ-রোপীয় সভ্যতার সহিত সুপরিচিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর এই উদ্দেশ্যে তিনি উইলিয়ম নক্স ডায়ার্কীরই স্মরণাপন্ন হলেন। সম্রাট পাদ্রী—ছাহেবের পরামর্শে এতই সন্তুষ্টি লাভ করলেন যে, এশিয়ার দেবতা ও সম্রাটদের সনাতন রীতি অনুসারে ডিয়ার্কীকে বরদান করে ফেল্লেন যে, তিনি যা—প্রার্থনা করবেন, তাই পূরণ করা হবে। ডিয়ার্কী সম্রা-টের কাছে ধনসম্পদ বা অন্য কোনরূপ পুরস্কার চাই-লেননা, তিনি সম্রাটের কাছ থেকে শুধু পারস্যে তেল আবিষ্কার করার সুবিধা যাজ্ঞা করলেন। এরূপ সুবিধা দানের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে পারস্য সরকারের কোন ধারণা না থাকায় পাদ্রী ছাহেবের প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য হয়ে গেল।

ঈরানের সংগে প্রথম তৈল চুক্তি

১৯০১ সালে পারস্যের কাচার সরকারের সংগে যে তৈল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তার দফাগুলি অতি চমৎকার, অর্থাৎ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

Contents

Contents

"সমাজ"

আশরাফ ফারুকী

জামালশাহী শহরের শহরতলীর এক বর্ধিষ্ণু—মৎস্যজীবী-পল্লী। সরল আড়ম্বরহীন মৎস্যজীবিদের স্বচ্ছন্দ্য জীবন প্রণালী। ধর্মপরায়ণতা এদের সমাজ জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ মৎস্যজীবী পল্লী বলে কথিত হলেও এর সব গুলো পরিবার জীবিকা হিসেবে মৎস্য ব্যবসায়কে একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেনি। এদের অনেকেই কাষ্ঠ ও বস্ত্রের ব্যবসায় করে বেশ উন্নতি করেছেন। কেউ কেউ শহরে খাবার ও মনোহারী দোকান চালিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করেছেন। চাকুরীজীবীও নিতান্ত কম নয়। যারা শুধু মাত্র মৎস্য ব্যবসায়ের উপর জীবিকা—নির্বাহ করে তারা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও ব্যবসায়ের উত্থান পতনের সাথে পরিবর্তনশীল। গ্রামাঞ্চলের 'দিনমুজুর' বা সাধারণ কৃষকদের সাথে এদের জীবনধারার সংগতি আছে। তবু এ পল্লীর আর্থিক জীবন-মান শহরের অন্যান্য অংশের চেয়ে উন্নত। এ মহল্লার কয়েকটা পরিবার শিক্ষাদীক্ষাতেও শহরের যে কোন প্রতিষ্ঠ পরিবারের সমকক্ষতার দাবী করতে পারে। এমনি একটা শিক্ষিত পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোন একটা বিশেষ পরিবারের সাথে পরিচিত হওয়াকে সৌভাগ্যের নিদান বলে মনে করাকে কেউ কেউ 'হাস্যকর' বা অনেকেই 'অপমানজনক' বলে মনে করতে—পারেন। কিন্তু আমি তাদের বিদ্রূপ বা ভ্রূকুঞ্চনকে বিন্দুমাত্র পরওয়া করিনে। এই পরিবারটির সাথে পরিচিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় সামাজিক প্রথা ও বিধি-বিধান সমূহের বিরুদ্ধে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টি লাভ করেছি তাকে আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করে থাকি।—আমার পূর্বে ধারণা ছিল যে মৎস্যজীবীদের সকলেই শিক্ষাদীক্ষা ও পারিবারিক ঐতিহ্যে পশ্চাৎপদ। তাই এদের সাথে সামাজিক মেলামেশার প্রতিকূলে—কাউকে যুক্তি প্রদান করতে দেখলে তার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেনি। কিন্তু আজকাল আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

* * *

প্রায় দশ বৎসর আগের কথা। আমি জামাল-শাহী সরকারী বিদ্যালয়ে সবে ভর্তি হয়েছি। ছাত্রা-বাসে থাকবার সঙ্গতি নেই। জায়গীর অভাবে লেখা-পড়া কি করে চালাবো ভেবে পাচ্ছিনে। মাহমুদ বললো—রশীদ, আমি তোমাকে আমার বাসাতেই রাখতে পারি, কিন্তু লোকচক্ষুতে পাছে তোমায় হেয় হতে হয়, তাই বলতে সাহস করছিনে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম—কেন? তোমার বাসায় থাকলে লোকে আমায় হীন ভাববে কেন?

সে শুষ্ক মুখে বললো—কারণ আমরা যে মৎস্য-জীবীবংশীয়। লোকে আমাদের মেছুয়া বলে গালি দেয়। মেছুয়া বাড়ী খেলে নাকি 'মুছলমান'দের—

তন সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে।

ঈরানের এ চেতনা যদি স্থায়ী হয় অর্থাৎ আকা-মুছাদ্দিক পারস্যের জনমণ্ডলীকে যে প্রতিশ্রুতি—দিয়েছেন তা যদি পালন করতে তিনি সমর্থ হন, তা হলে ঈরানে যে নব প্রভাতের সূচনা হবে তার শুভ্র আলোকে সমগ্র এশিয়া রওশন হয়ে উঠবে। এশিয়ার প্রতিটী রাষ্ট্র তার নিজস্ব সম্পদের ওপর যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে তার পুরাতন গৌরব আবার ফিরে আসবে, তাদের স্বাধীনতার অর্থ হবে বাস্তব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

Contents

যাকাতুল-ফিত্‌র

(২)

সালেহা-মহাম্মদ লাইব্রেরী, সেমুরী
স্থাপিত- ১৯৬৬
পোঃ খোর্দ ... রাজসাহী

রামাযানের শেষসূর্য অস্তমিত হওয়ার সংগে—সংগে ফিত্‌রা ফরয হয় বলিয়া যাঁরা অভিমত দিয়াছেন তাঁরা রছুলুল্লাহর (দঃ) الفطر من رمضان উক্তি 'রামাযানের ইফ্‌তার' হইতে দলীল গ্রহণ—করিয়াছেন, কারণ সূর্যাস্তের পরেই ইফ্‌তার ওয়াজিব হইয়া থাকে। অন্য পক্ষ বলেন যে, রামাযানে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর সাধারণতঃ যে ইফ্‌তার ফরয — হইয়া থাকে উল্লিখিত হাদীছে তাহা কথিত হয় নাই, প্রকৃত ইফ্‌তার ছিয়ামের শেষে ঈদের উষা উদিত হওয়ার সংগেই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উল্লিখিত — হাদীছ সূত্রে ফিত্‌রাও সেই মুহূর্তে ফরয হইবে। *

ইমাম ইব্‌নে দকীকুলঈদ বলেন,— উভয়বিধ সিদ্ধান্তের জন্য উপরি উক্ত হাদীছকে দলীল-রূপে ব্যবহার করা — দুর্বল, কারণ 'রামাযানের ফিত্‌রা' শব্দ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ওজুবের সময়ও উহাই, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছে ফিতর — শব্দের সহিত যাকাৎকে সম্পর্কিত করা হইয়াছে, রামাযানকে নয়। উহা দ্বারা শুধু যাকাতুল ফিত্‌রের ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এবং ওজুবের সময় নির্দিষ্ট, করার জন্য অন্য আদেশ অনুসন্ধান করিতে হইবে। *

وكلا الا ستد لالين ضعيف لان اضافتها الى الفطر من رمضان لايستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضى اضافة الزكوة الى الفطر من رمضان ...... فيو خذ وقت الوجوب من امرآخر -

হাফিয ইবনে হজর বলেন যে, ঈদের উষা উদিত হওয়ার সংগে ফিত্‌রা ওয়াজিব হইবার উক্তি বলিষ্ঠ, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নমাযের জন্য বহির্গত হইবার পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করার আদেশ দিয়াছেন। † কিন্তু আমার বিবেচনায় উক্ত মর্মের হাদীছ গুলির সাহায্যে ফিত্‌রা আদা করার শেষ সময় — নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ওজুবের সময় নির্ধারিত হয় নাই।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, বুখারী, আবুদাউদ, ইব্‌নে আবুশয়বা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে,— ফিত্‌রা যাহার নিকট জমা হইত, আবদুল্লাহ বিনে উমর তাঁহার কাছে ঈদুল ফিত্‌রের দুই, তিন দিন পূর্বে তাঁহার যাকাতুল ফিত্‌র প্রেরণ করিতেন। ইমাম বুখারী নাফেঅ এর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ছাহাবাগণ এক দিন,

كان يبعث بزكاة الفطر الى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة -

وكانو يعطون قبل الفطر بيوم او يومين -

* ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯১ পৃঃ।

* ইহ্‌কামুল আহ্‌কাম (২) ৫ পৃঃ।

† ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯১ পৃঃ।

---

৩৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

—মাহ্‌মুদের মহতী উদ্দোশ্যকে সার্থক করে তুলবার জন্যে তথাকথিত বনেদী ধনিকদের কোন-প্রকার প্রকাশ্য সাহায্য বা সহানুভূতি আজো পরি-লক্ষিত হচ্ছে না। শুনেছি নিকারী ও তাঁতী সম্প্রদায়ের কতিপয় ধনবান ব্যক্তির অর্থানুকূল্যেই তার পত্রিকা চলছে। তবে বর্তমান সমাজে যারা উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত তাদেরও অনেকেই যে প্রাণে প্রাণে মাহ্‌মুদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি। * * *

...... লতিফার আব্বা আম্মার কথাবার্তা আর অগ্রসর হতে পারেনা। দুজনেরই অন্তরে ইছলামী সাম্যের জলন্ত আদর্শ স্থাপনের একটা দুর্বার আকাঙ্খা জেগে উঠে, আবার চিন্তাস্রোতে ডুবে যায়। ......

আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

ছেন, যে ব্যক্তি যাকা- الصلوة فهى زكاة مقبولة
তুল ফিত্‌র ঈদের— ومن اداهابعد الصلوة فهى
নমাযের পূর্বে আদা صدقة من الصدقات –
করিল, তাহার দান যাকাতুল ফিত্‌র রূপেই গ্রাহ্য হইবে আর যে ব্যক্তি ঈদের নমাযের পর আদা করিল তাহার দান সাধারণ ছদ্‌কার পর্যায়ভুক্ত—হইবে, অর্থাৎ উহা যাকাতুলফিত্‌র রূপে গণ্য হইবেনা। এই হাদীছ বুখারীর শর্তানুসারে বিশুদ্ধ, সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশ মত ফিত্‌রাকে ঈদের নমাযের পর বিলম্বিত করা বৈধ নয়।

যাকাতুলফিত্‌র কিসের সাহায্যে আদা করিতে হইবে?

হাদীছে আট প্রকার খাদ্যবস্তুর নাম স্পষ্টভাবে এবং এক প্রকার খাদ্যবস্তুর নাম মোটামুটিভাবে উল্লিখিত আছে, যথা—খেজুর, যব, খোসাহীন যব জাতীয় খাদ্যশস্য ছুল্‌ত, কিশ্‌মিশ, গম, পনীর, আটা ও ছাতু। আর ব্যাপক-অর্থে কথিত হইয়াছে তাআম বা—ভোজ্য।

খেজুর, যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও তাআমের—হাদীছগুলি ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজা দারকুত্‌নী, দারমী, তাহাবী ও বয়হকী প্রভৃতি—আবদুল্লাহ বিনে উমর ও আবুছঈদুলখুদ্‌রীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। * এই সকল হাদীছ বিশুদ্ধ এবং ওগুলি সম্বন্ধে কোন দিকদিয়া কোন ত্রুটী বিদ্বানগণ ধরিতে পারেননাই।

যেসকল হাদীছে খোসাহীন চাউল জাতীয় খাদ্যশস্যের উল্লেখ আছে সেগুলির কতক হাকিম—ও যহবী আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হাকিম উক্ত হাদীছকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যহবী হাকিমের দাবীকে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন। *

চাউল জাতীয় খাদ্য শস্যের হাদীছ দারকুত্‌নী, আবুদাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি ইব্‌নেউমর ও আবুছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌নেখুযয়মা ও দারকুত্‌নী কর্তৃক এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের ছনদ বিচ্ছিন্ন। †

গমের হাদীছ হাকিম ও যহবী ইব্‌নে—উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাদীছটীকে উভয়েই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু—হাফিয ইব্‌নেহয্‌ম ছনদের জনৈক রাবীর জন্য উহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। বয়হকী ও ইব্‌নেহয্‌ম এ সম্পর্কে যে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহার ছনদ—বিচ্ছিন্ন এবং রাবী অবিশ্বস্ত। গমের অন্যান্য হাদীছগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। ‡

আটার হাদীছ দারকুত্‌নী, আবুদাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি আবু ছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আবুদাউদ বলিয়াছেন, ছনদের অন্যতম রাবী ছুফ্‌য়ান বিনে ওয়েনিয়ার ভুলে এই হাদীছে আটার কথা যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ¶ আটার হাদীছ ইব্‌নে খুযয়মা ও দারকুত্‌নী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিকও বর্ণনা করিয়াছেন। §

ছাতুর হাদীছও ইব্‌নেখুযয়মা ও দারকুত্‌নী ইব্‌নে আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। §

আটা ও ছাতুর যে হাদীছ ইব্‌নে খুযয়মা ও—দারকুত্‌নী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহার ছনদ বিচ্ছিন্ন, কারণ রাবী মোহাম্মদ বিনে ছীরীনের আবদুল্লাহ বিনেআব্বাছের নিকট শ্রবণ প্রমাণিত নয়। ইমাম আহ্‌মদ, ইব্‌নুল মদীনী, ইবনেমুঈন ও বয়হকী বলিয়াছেন যে,—

---

* মুওয়াত্তা ও মুছাউয়া (১) ২১৭; মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (২) ১৩৪; বুখারী ও ফত্‌হ (৩) ৩৭১ পৃঃ, মুছ্‌লিম (১) ৩১৭; আবুদাউদ (২) ২৬; তিরমিযি (২) ২৮; দারকুত্‌নী (১) ২২৯; মুছতদ্‌রক (১) ৪০৯ ও—৪১১ পৃঃ।

* মুছতদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪০৯।
† দারকুত্‌নী (১) ২২৩; আবুদাউদ (২) ২৮ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৫ পৃঃ।
‡ মুছতদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪১১; মুহাল্লা (৬) ১২১ ও ২২৫ পৃঃ; বয়হকী (৪) ১৬৮ পৃঃ।
¶ দারকুত্‌নী (১) ২২৩; আবুদাউদ (২) ৩০ পৃঃ।
§ নয়লুল আওতার (৪) ১৫৬।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্‌নে ছীরীন ইব্‌নে আব্বাছের নিকট হইতে কিছুই শ্রবণ করেননাই। *

ইমাম মালিক, আহ্‌মদ, বুখারী, মুছ্‌লিম,—আবুদাউদ, নাছায়ী, তির্‌মিযী, দার্‌কুত্‌নী, দারমী তাহাবী ও বয়হকী আবুছঈদুল খুদ্‌রীর বাচনিক এবং ইব্‌নে খুযয়মা ও দার্‌কুতনী ইব্‌নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন,

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب –

—আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে এক ছা 'তাআম' অথবা এক ছা যব 'অথবা এক ছা—খেজুর অথবা এক ছা পনীর অথবা এক ছা কিশ্‌মিশ ফিত্‌রা বাহির করিতাম। 'তাআমে'র হাদীছ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ ইবনেখুযয়মা ও দার্‌কুত্‌নী এবং আওছ বিনে হদছানের বাচনিক দার্‌কুত্‌নী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথম হাদীছের ছনদ বিচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয়টীর ছনদের অন্যতম রাবী উমর বিনে মোহাম্মদ বিনে ছহবানকে নাছায়ী, রাযী ও দার্‌কুত্‌নী পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল বলেন যে, উমর বিনে মোহাম্মদ কিছুই নন। †

বুখারী ও তাহাবী আবুছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ 'তাআম' সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে দুইটী হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। বুখারীর রেওয়ায়ত সূত্রে আবুছঈদ—

كنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام' وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر -

বলেন যে, আমরা—রছুলুল্লাহর (দঃ)—যুগে ঈদুল ফিতরের দিবস এক ছা 'তাআম' ফিৎরা বাহির করিতাম। আমাদের 'তাআম' ছিল—যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও খেজুর। তাহাবীর বর্ণনা সূত্রে আবুছঈদ

الا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاع من اقط' لانخرج غيره' فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة –

বলেন, রছুলুল্লাহর—(দঃ) যুগে আমরা কেবল এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব,—অথবা এক ছা পনীর ফিত্‌রা বাহির করিতাম, ইহা ব্যতীত—অন্য কোন জিনিষের সাহায্যে আমরা ফিত্‌রা দিতামনা। তারপর—মুআবিয়ার রাজত্বে যখন 'তাআমে'র পরিমাণ বাড়িয়া গেল, তখন তিনি উহা দুই মুদ অর্থাৎ অর্ধ ছা গমের সমকক্ষ স্থির করিলেন। *

তাআমের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মতভেদ.

ইমাম নববী, ইমাম খত্তাবী প্রভৃতি শুধু গমকে 'তাআম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু হাফিয ইব্‌নুল মন্‌যর বলেন, এ কথা সঠিক নয়, কারণ হযরত আবুছঈদ তাআম শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পরে উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও খেজুর উল্লেখ করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যার মধ্যে গমের উল্লেখ নাই। তাহাবীর রেওয়ায়ত সূত্রে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমীর মুআবিয়ার রাজত্ব কাল পর্যন্ত গম ছাহাবাগণের খাদ্য ছিলনা, কারণ—তখন পর্যন্ত উহার প্রাচুর্য ঘটে নাই এবং উহা মদীনা বাসীদের খাদ্যে পরিণত হয় নাই। সুতরাং যে দ্রব্য মওজুদ ছিলনা, ছাহাবাগণ তাহার সাহায্যে ফিত্‌রা প্রদান করিতেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। হাফিয ইব্‌নে হজর বলেন, উল্লিখিত হাদীছ-সমূহ দ্বারা জানা যায় যে, হাদীছে উল্লিখিত 'তাআম' শব্দের অর্থ গম নয়। উহার অর্থ চিনা (ذرة) হওয়া সম্ভবপর, কারণ হিজাযবাসীদের কাছে চীনা সুপরিচিত, এবং তাহাদের উহা প্রধান খাদ্য ছিল। জওযকী আবুছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন,—

صاعا من تمر' صاعا من سلت او ذرة –

খেজুরের এক ছা,—খোসাবিহীন যব—

* নছ্‌বুর রায়া ৪৩০ পৃঃ; তা'লীকুল-মুগনী (১)—২২২ পৃঃ।

† নছ্‌বুর রায়া ৪৩০।

* ছহীহ বুখারী (১) ১৭৩; শর্‌হো মআনীল—আছার (১) ৩১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

(চ) দারকুতনী মোহাম্মদ বিনে উমর ওয়াকেদীর ছনদে ইবনেআব্বাছের প্রমুখাৎ অর্ধ ছা গমের আর এক হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ওয়াকেদী সম্বন্ধে বুখারী বলেন, তিনি পরিত্যাজ্য; ইমাম আহমদ বলেন, মিথ্যাবাদী; ইবনে মুঈন বলেন — দুর্বল। *

অতএব এই হাদীছটীও অগ্রাহ্য।

(ছ) ইব্‌নেআব্বাছের আর একটী হাদীছ — হাছানবছ্‌রীর ছনদে আবুদাউদ, দারকুতনী, নছয়ী ও বয়হকী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বছ্‌রার মিম্বরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন ও বলেন,— রছুলুল্লাহ (দঃ) অর্ধ ছা গমের ফিতরা ফরয করিয়াছেন। হাছান বছরী বলেন যে, অতঃপর হয্‌রত আলী বছ্‌রায় আগমন করিয়া গমের সুলভ হওয়া লক্ষ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তোমাদিগকে গমের প্রাচুর্য দান করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যেক বস্তুরই এক ছা হিছাবে ফিতরা দেওয়া উত্তম।

নছয়ী বলেন, হাছান বছরী ইব্‌নে আব্বাছের নিকট শ্রবণ করেননাই। ইব্‌নেহযম বলেন, ইব্‌নেআব্বাছের নিকট হাছানের শ্রবণ প্রমাণিত নয়।— বয্‌যার বলেন, হাছান ইবনে আব্বাছের নিকট শ্রবণ করেন নাই। ইবনে আব্বাছ বছরার শাসনকর্তা রূপে বছরাবাসীগণের সম্মুখে যখন বক্তৃতা দেন, হাছান তখন তথায় উপস্থিত ছিলেননা, তিনি সে বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই, ইহার পরেও তিনি বছরায় — প্রবেশ করেননাই। ইব্‌নেআব্বাছ জুমল যুদ্ধের সময়ে বক্তৃতা দেন আর হাছান ছিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময়ে বছরায় প্রবেশ করেন।

এই হাদীছের সমস্ত তরীকা হাফেয যয়লয়ী ও হাফেয ইবনেহজর উধৃত করিয়া সমস্তগুলির দুর্বলতা সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আলীবিন্নুলমদীনী উল্লিখিত হাদীছ সম্বন্ধে— বলেন, হাদীছটী বছ্‌রী এবং উহা মুছ্‌'ল। হাছান বছরী ইবনেআব্বাছকে দেখেননাই। যখন তিনি কিছুদিনের জন্য মদীনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ইবনেআব্বাছ বছ্‌রায় ছিলেন। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, ইবনেআব্বাছের প্রমুখাৎ বর্ণিত হাছান বছ্‌রীর হাদীছ মুছ্‌'ল। *

(জ) দারকুতনী ঢেংগা ছালামের (سلم الطويل) ছনদে অর্ধ ছা গমের আর এক হাদীছ ইবনে আব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নাকি ইয়াহুদ ও নাছারার জন্যও ফিতরা ওয়াজিব করিয়াছেন।

এ হাদীছটীও অগ্রাহ্য, কারণ ঢেংগা ছালামকে দারকুতনী বর্জনীয় বলিয়াছেন। †

ক্রমশঃ।

* খুলাছা ৩৫৩ পৃঃ।

* আবুদাউদ (২) ৩১ পৃঃ; দারকুতনী ২২৫ পৃঃ; ছুননে কুবরা (৪) ১৬৮ পৃঃ; ফতহুলবারী (৬) ৬৪; তুহফাতুল আহওয়াযী (২) ২৮ পৃঃ; আওনুল মাবুদ (২) ৩২ পৃঃ; নছবুররায়া ৪২৬ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৩ পৃঃ।

† দারকুতনী (১) ২২৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুরুর উদ্দীন, এম, এ।

(২)

১১। যদিও শাসকবর্গের মধ্যে সাহিত্য বা দর্শনের বিশেষ কোন কদর ছিল না তবুও আরব বা—অধীনস্থ অন্যান্য জাতিদের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক বা মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইমামদের আদর্শ কম প্রভাব বিস্তার করেনি। একদিকে যেমন উমাইয়ারা শান্তিপূর্ণভাবে চিন্তাশক্তির চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন অন্যদিকে — ফাতেমীয়েরা ততোধিক উদারতার সহিত ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন; অতীত গৌরব স্মৃতি— রোমন্থনেই তাঁরা তুষ্ট ছিলেননা, ছালাফকে তাঁরা অনুসরণ করে চলেননি বরং হজরতের আলোকোজ্জ্বল উপদেশাবলীকে সামনে ধরে বিশ্বমানবের মঙ্গল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুমুখী সাধনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। রছুল এবং প্রাথমিক খলিফাদের মত — মোহাম্মদ (দঃ) বংশীয় চিন্তাবিদেরা ধর্মান্ধ জাষ্টিনিয়ানের বংশধরদের অত্যাচারে বিতাড়িত অন্য দেশে আশ্রয়প্রার্থী গুণী ব্যক্তিদের পরম সমাদরে গ্রহণ— করেছিলেন। তখন নেষ্টরিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এডেমা এবং নিমিবিসের দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্যালয়গুলি কালের অতলে ডুবে গেছে, এর অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্য এবং আরব দেশে মুহাজির বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অনেকেই হজরত এবং খলিফা আবুবকরের সময়কালীন তাদের পূর্ব্ব— পুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মদিনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। উমাইয়া বংশের দ্বারা লুণ্ঠিত মদিনায় এই অপকর্ম্মের অব্যবহিত পরেই জাফর — আস-সাদিককে কেন্দ্র করেই এক বিদ্বন্মণ্ডলী গড়ে উঠে ছিল। রছুলের নগরী অর্থাৎ মদিনায় তখন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অগণ্য পণ্ডিতের এই সমাবেশ। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় এক অপূর্ব্ব সাড়া জেগেছিল — সে দিন থেকে এক অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান প্রবাহ মদিনাভিমুখে প্রবাহিত হলো। আরব মরুর একদম উত্তর প্রান্তে মক্কা এবং মদিনা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথে অবস্থিত হওয়ার দরুণ প্রাচীন কাল থেকেই— দামাস্কাসের সঙ্গে উমাইয়ারা বিজড়িত ছিল এবং যে সিরীয় আরবেরা এই পরিবারকে ইসলামের শাসকস্তরে উন্নীত করেছিলো তারা স্বার্থে এবং রক্ত সম্পর্কে এদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এর জন্যই উমাইয়ারা রাজধানী হিসাবে এই নগরীকে অর্থাৎ দামাস্কাসকে রাজধানী হিসাবে পছন্দ করেছিল। এবং যদিও ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানেরা দারুণ ঘৃণায় এদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন তবুও ইসলামের অধীনস্থ শক্তিগুলির মিলন কেন্দ্র ছিল এই নগরী। গ্রীক এবং আরব মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র এবং গ্রীক দর্শন নিয়ে মতানৈক্য এই সব বিষয়ে শিক্ষালাভে — উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং নোকৃতা ও স্বর চিহ্নের আবিষ্কার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বে অনুশীলনের খুবই সাহায্য— করেছিল। এই সময়ে ধর্মান্ধ অত্যাচারীদের হাত থেকে পালিয়ে এসে জুহানিস দামাছেনাস ও থিয়োডোরাস আবুকান নামক দুইজন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান লেখক দামাস্কাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম পদ্ধতি এবং দর্শন সম্বন্ধে বিরোধ মুহম্মদ আল-বাকির এবং জাফর আস্-সাদিকের অধীনে পরিচালিত মদিনার স্কুলসমূহকে প্রভাবান্বিত করে অতি সত্বরই আরব মুসলমানদের ভিতর দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলল। পারসীক এবং আরবেরা শতাব্দী ধরে গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচিত ছিল। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল থেকে — আরম্ভ করে নেষ্টোরিয়ানদের কর্তৃক এই দর্শনবাদ খুসরোর রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইসলামের আলোকে এই বিভিন্ন মতবাদের এক সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রীক বিজ্ঞান বা সংস্কৃতি বা বিশ্ব এশিয়ার মানসিক বৃত্তির উপর কোন

www.ahlehadeethbd.org

বাস্তব প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেনি। উমাইয়া রাজত্বের শেষ ভাগে কয়েকজন মুসলমান চিন্তাবিদ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সে যুগের লোকের রুচি এবং চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁদের বক্তৃতাসমূহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের আদর্শ এবং চিন্তাধারাসমূহই প্রকৃত পক্ষে পরবর্ত্তী যুগের ধ্যান-ধারণায় মত ও পথ বাতলিয়ে দিয়েছিল।

১২। হিজরী দ্বিতীয় শতকে আরবেরা এসে স্থায়ী ভাবে সহরে বসবাস আরম্ভ করার পর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কর্ম্মক্ষমতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা পরাজিত জাতি সমূহের ভিতর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিলেন। বিজিত দেশে তাদের ভূসম্পত্তি ভোগ দখল বা—বিজিত জাতিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করে হজরত ওছমান (রাঃ) এক ফরমান জারী করেছিলেন। এই আদেশের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন বা আধুনিক সকল জাতির—ইতিহাসেই এমন অনেক নজীর রয়েছে। ব্রিটীশ ভারতে এবং ফরাসী আলজিরিয়ায় এ প্রথা আজো প্রচলিত। উমাইয়াদের সমুদয় রাজত্বকাল ব্যাপী আরবেরা বিজিত জাতিদের উপর অভিজাত যোদ্ধা জাতি হিসাবে প্রভুত্ব করে এসেছে। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের—সূক্ষ্ম সাধনার ভার রাজদ্রোহী (!) আলী, আবুবকর ও উমরের উত্তরাধিকারী হাশেমীদের (!) এবং আনছার বংশীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আরবেরা দূরদেশ পর্য্যন্ত বিজয়ীর বিজিতের অতিরিক্ত——আনুগত্য প্রথা প্রচলন করেছেন। প্রাচীন রোম দেশের ন্যায় আরবেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আনুগত্য প্রথার ফলে বিজিতেরা আশ্রয় এবং ন্যায়-বিচার লাভ করতো এবং বিজয়ীরা সৈন্য সংখ্যায় ভারি হতো। ফলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে উভয়—দেশেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা প্রসিদ্ধ মরু-বাসী গোষ্ঠীদের সাথে মিত্রতা করে তাদের মৌলা বা Client এ পরিণত হতো। ভুল করে ওদেরো—অনেক সময় বিজেতাদের দ্বারা দাসত্বমুক্ত বলে ধরা হতো। মদিনায় এই ধ্বংসলীলার পর হাশিমী, আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে যাঁরা রয়েছিলেন তাঁদের এই নূতন শ্রেণীদের উপর উমাইয়া রাজত্ব-কালে বিদ্যাবত্বা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল। আব্বাছীয়দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। তারা পারসিকদের সহায়তায় রাজক্ষমতা অধিকার করেছিলেন এবং তাঁরা রাজ্যশাসন ব্যাপারে মুষ্টিমেয় ও ঔপনিবেশিক আরব যোদ্ধাদের চেয়ে রাজ্যের—সাধারণ প্রজাদের শুভেচ্ছার উপরই অধিকতর নির্ভর করিতেন। আবুল আব্বাছ সাফ্ফাহ মাত্র দুই বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা এবং উত্তরাধী-কারী যদিও ফাতেমীদের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার—করিছিলেন তবু তিনি রাজ কার্য্যে সুব্যবস্থা করে এক দল স্থায়ী সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী গঠন করেন, শাসন-তন্ত্রে দৃঢ়তা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা আনয়ন করেছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আরবেরা একমাত্র অস্ত্রের ঝনঝনা—নিয়েই মশগুল ছিল কিন্তু মনছুর প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী তাদের প্রতিভার মোড় ঘুরিয়ে দিল, তাঁরা সহরে বসবাস করে স্থাবর সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় যে দুর্নিবার আগ্রহ দেখিয়েছিল তাই নিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

১৩। পশ্চিম এশিয়ার দুটী প্রধান নদী বিধৌত সুজলা সুফলা ইউফ্রেটিস উপত্যকা অতিপুরাকাল—থেকেই সাম্রাজ্য এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বলে পরিচিত। এই যুগেই এই অঞ্চলে বসরা এবং কুফা নগরী তাদের উন্নত এবং দুর্বিনীত অধিবাসী নিয়ে বর্ত্তমান ছিল। বসোরা অথবা আরো পরিষ্কার করে বস্রা এবং কুফা নগরী মুসলমানদের প্রথম বিজয়—হতেই ব্যবসাবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।—শেষোক্ত নগরী একসময়ে সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ছিল, প্রাচ্যের সত্যিকার প্রতিভাবান লোকেরা প্রায়—সকলেই বসোরা এবং কুফায় এসেছিলেন, কারণ উমা-ইয়াদের পাপপঙ্কিল রাজধানীতে তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিলনা অথবা তাঁরা যেতে ইচ্ছুক ছিলেননা। আব্বাসীয়া বংশের জন্য দামাস্কাসের শুধু যে কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

করি, তাহা হইলে উহা সম্পন্ন করার জন্য তুমি — আল্লাহর সাহায্য লাভ করিবে আর প্রার্থনা করার দরুণ যদি আমি উহা তোমাকে দেই তাহা হইলে উহা তোমাকে জড়াইয়া ধরিবে। ছুননের সংকলয়িতাগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, বিনা প্রার্থনায় শাসনভার লাভ করিলে তাহাকে انزل الله اليه ملكا يسدده সঠিক ভাবে কার্য করার শক্তি দান করার জন্য আল্লাহ ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করেন। ইবনে তয়মিয়্যহ বলেন, সুতরাং যে ইমাম আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের জন্য বা এক স্থানের অধিবাসী বা একই মযহব বা তরীকার অনুসারী বা ভৌগলিক জাতীয়তার— একত্বের খাতিরে যথা আরব, ঈরাণী তুর্কী রূমী (বা পাঞ্জাবী — বাংগালী) হইবার— দরুণ, কিংবা প্রার্থীর নিকট হইতে অর্থের বা অন্য কোনরূপ— উপকারের ঘুষ গ্রহণ করার জন্য, অথবা— যোগ্যতম ব্যক্তি — সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব বা শত্রুতা পোষণ করার কারণে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও অধিকারী ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া অন্য — ব্যক্তিকে কার্যভার দান করে, সে আল্লাহ, তদীয় রছুল এবং মুছলিম নাগরিকগণের বিশ্বাসঘাতক। সে— আল্লাহর এই নিষেধ ভংগকারী যে, হে বিশ্বাসপরায়ণের দল, তোমরা আল্লাহ এবং রছুলের বিশ্বাসঘাতক হইওনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও— বিশ্বাসঘাতকতা করিওনা, অথচ তোমরা ইহা অবগত আছ। এই আয়তের পর আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,— প্রত্যুত তোমা- انما اموالكم و اولادكم فتنة،

فان عدل عن الاحق الاصلح الى غيره لاجل قرابة بينهما او صداقة او موا فقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية او لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة اوغير ذلك من الاسباب او لضغن فى قلبه على الاحق او عداوة بينهما، فقد خان الله و رسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه فى قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون -

দের সম্পদ ও সন্তান وان الله عنده اجر عظيم - পরীক্ষা মাত্র এবং আল্লাহর নিকট ইহার বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। ইব্‌নে তয়মিয়্যহ বলেন, রাষ্ট্রের অধিনায়ক অনেক সময়ে সন্তান বা আত্মীয়দের স্নেহাকর্ষণে তাহাদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করে অথবা তাহাদের যাহা প্রাপ্য নয়, সেই ধন সম্পদ তাহাদিগকে দান করিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় সে আমানতের খিয়ানতকারী হইবে। এই রূপ খাতিরে পড়িয়া অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক অর্থদান করাহয় এবং তাহাদের অবৈধ উপার্জন এবং কর্তব্যে অবহেলা সত্ত্বেও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যাওয়া হয়। এ সমুদয় অবস্থায় সে ইমাম আল্লাহর, তদীয় রছুলের বিশ্বাসঘাতক এবং তাহার আমানতের খিয়ানতকারী হইবে। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া যে রাষ্ট্রাধিনায়ক আমানতকে রক্ষা করিয়া চলে, আল্লাহ তাহাকে শক্তি দান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তদীয় বংশধর ও সম্পদকে রক্ষা করিয়া থাকেন আর প্রবৃত্তিপরায়ণদিগকে তাহাদের কুমত্‌লবের বিপরীত দণ্ডদেন, তাহার সম্পদ বিনষ্ট এবং বংশধররা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। পঞ্চম খলীফায়-রাশিদ উমর বিনে আবদুল আযীযের রাজ্য সুদূর পূর্বের তুর্কীস্তান হইতে পশ্চিমের শেষ সীমা স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাইপ্রাস দ্বীপ, শামের সীমান্ত ভূমি তরছুছ ইত্যাদি ইয়ামানের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সন্তানদের হস্তে কুড়ি দিরহম করিয়াও দিয়া যাইতে পারেননাই। ফকীরের বেশে তাঁহার সন্তানগণ পিতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলেই অপরিণত বয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা তের জনের অধিক ছিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে খলীফা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে আমার সন্তানগণ,— আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ন্যায্য হক রোধ করি নাই,— কিন্তু আমি জনমণ্ড-

يا بنى، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم اكن بالذى آخذ اموال الناس فادفعها اليكم وانما انتم احد رجلين : اما صالح، فالله يتولى

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الصالحين وامرا غيرصالح' فلااترك له مايستعين به على معصية الله' قوموا عنى -

লীর অর্থ তোমাদিগকে দিয়া যাইতে—পারিনা। তোমরা হয় সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে, নয় অসাধু। যদি সাধু হও তাহাহইলে "আল্লাহ সাধুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন."—(কোরআন)। আর যদি তোমরা অসাধু হও, তাহা হইলে আল্লাহর অবাধ্যতার সহায়তাকল্পে আমি কিছুই ছাড়িয়া যাইতে—প্রস্তুত নই। এখন তোমরা আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও। ইবনে তয়মিয়হ বলেন, আমি খলীফার কোন সন্তান সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি জিহাদে এক শত অশ্ব রণ-সম্ভার সহ দান করিয়াছিলেন। আর এমনও কোন খলীফার কথা আমি—অবগত আছি, যিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে ৬০লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া গিয়াছিলেন আর সে ক্ষুধার জ্বালায় লোকের সম্মুখে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিত। *

শয়খুলইছ্লাম বলেন, আমানতের দ্বিতীয়—তাৎপর্য হইতেছে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশমত রাষ্ট্রের অর্থ নিয়ন্ত্রিত করা—রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য ওয়াজিব। নিজের ইচ্ছামত অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় করার অধিকার তাঁহার নাই, কারণ রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক নন, তাঁহারা ট্রাস্টি, প্রতিভূ ও উকিল মাত্র। বুখারী আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! আমি কাহাকেও দান করিনা বা কাহারো প্রতিবন্ধক হইনা, আমি বণ্টনকারী মাত্র, যেভাবে

انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا' وانما انا قاسم ' اضع حيث امرت -

আমি আদিষ্ট হইয়াছি, সেইভাবে আমি ভাগ—করিয়া থাকি। ইব্‌নেতয়মিয়হ বলেন, দেখ, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই রছুল স্বয়ং জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেওয়া বা নাদেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও অধিকার অনুসারে হইবেনা যেরূপ সৈরাচারী শাসনকর্তার দল যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা দিয়া থাকে আর যাহার জন্য ইচ্ছা করেনা তাহার প্রাপ্য তাহারা—পরিশোধ করেনা। উমর ফারূককে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, আপনি আল্লাহর মাল হইতে নিজের জন্য সামান্য কিছু অধিক ব্যয় করেননা কেন? উমর বলিলেন, তুমি কি জান আমার এবং জনমণ্ডলীর দৃষ্টান্ত কিরূপ? একদল লোকের মত যাহারা প্রবাসে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের সমুদয় ধন—একত্রিত করিয়া তাহা-

اتدرى ما مثلى ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا فى سفر' فجمعوا منهم مالا فسلموه الى واحد ينفقه عليهم' فهل يحل لذلك الرجل ان يستاثر عنهم من اموالهم ؟

দের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজনের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেই অর্থ তাহার নিজের জন্য ব্যয় করা কি—তাহার পক্ষে হালাল হইবে? একবার উমরফারূকের কাছে জিহাদের পঞ্চমাংশ স্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রেরিত হয়। ধনের প্রাচুর্য দর্শন করিয়া হয্‌রত উমর বলেন, যাহারা এই বিরাট সম্পদের আমানত প্রতিপালন করিয়াছে তাহারা বাস্তবিক বিশ্বস্ত জাতি, জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জওয়াব—দিলেন, আপনি স্বয়ং আল্লাহর কাছে আমানত রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহারাও—

انك اديت الامانة الى الله تعالى' فادوا اليك الامانة ولو رتعت رتعوا -

আপনার আমানত রক্ষা করিয়াছে, যদি আপনি—আমানত নষ্ট করিতেন, তাহারাও নষ্ট করিত।

ইব্‌নেতয়মিয়হ বলেন, ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, শাসকবর্গ বাজারের ন্যায়, যেরূপ ভাবে—উহাতে অর্থ খাটান হইবে সেইরূপ উপার্জন হইবে। আমীরুল মুমেনীন উমর বিনে আবদুল আযীয একথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি শাসনকর্তাগণ শাসনসৌকর্যে সত্যবাদিতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা প্রয়োগ করেন, রাষ্ট্রের উপার্জনও তদনুরূপ হইবে, আর যদি শাসন ব্যাপারে তাঁহারা মিথ্যা, ব্যভিচার, অত্যাচার

* ছিয়াছতে শরয়ীয়াহ, ৩—৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের শাসনের ফলও সেই রূপ ফলিবে। রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্ম ওয়াজিব—বৈধ ভাবে অর্থ সংগ্রহ — করিয়া সঠিক ভাবে ব্যয়করা এবং হকদারদিগকে—বঞ্চিত না করা। হযরত আলী মুর্তযা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কোন প্রতিনিধি যুলুম করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন,— হে আল্লাহ,— আমি ইহাদিগকে— কোন দিন তোমার সৃষ্টজীবকে পীড়ন — করার আদেশ দেইনাই এবং তোমার হককে বর্জন করিতে বলিনাই। *

اللـهم انى لم أمرهم
ان يظلموا خلقـك ولا
يتركوا حقـك -

পূর্ববর্তী শাসক গোষ্ঠি যদি জনগণের অর্থ সম্পদ অবৈধ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাহইলে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রাধিনায়কের কর্তব্য হইবে সেগুলি উদ্ধার করা। কোন সরকারী কর্মচারী তাহার কার্যকালে জনমণ্ডলীর নিকট হইতে ভেট বা অনুরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার নিকট হইতে উহা উদ্ধার করিতে হইবে। আবুছঈদুল খুদ্‌রী বলিয়াছেন, সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন চোরাই মাল।

هدا يا العمال غلول -

ইব্‌রাহীম হরবী তাঁহার কিতাবুল হাদায়ায় ইব্‌নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন.— শাসনকর্তাদের উপঢৌকন চোরাইমাল।

هدا يا الامراء غلول -

বুখারী ও মুছলিমে আবুহুমায়দ ছাত্রদীর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আয্‌দ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যাকাতের—কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকটী তাহার কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এই অর্থ বয়তুল মালের আর ইহা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ — দেওয়া হইয়াছে।— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, লোকটীর অবস্থা দেখ। আমাদিগকে আল্লাহ যে কার্যের— অভিভাবকত্ব দান করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করার জন্য এই লোকটিকে নিযুক্ত করিয়াছি, অথচ সে বলিতেছে, "ইহা তোমাদের আর ইহা আমাকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।" সে তার পিতার অথবা মাতার গৃহে বসিয়া থাকুক আর দেখুক, তাহাকে কেহ উপঢৌকন প্রেরণ করে কিনা?

قال هذا لكم ,هذا اهدى
الى' فقال النبى صلے
الله عـليه وسلم : مابال
الرجـل' نستعمله على
العـمل مما ولانـا الله'
فيقول : هذا لكم' وهذا
اهدى الى' فـهلا جلس
فى بيت ابيه او بيت امه'
فينظر ايـهدى اليه ام لا ؟

ইবনেতয়মিয়্যহ বলেন যে, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসার লভ্যাংশ, শ্রমের মূল্য, কৃষি ও ফসলেরভাগ ইত্যাদিতে সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের নিকট হইতে যে সকল সুবিধা ভোগ করিতে চায়, সেগুলিও উপঢৌকন তথা ঘুষের শামিল!

আবার জন সাধারণের কোন উপকার সাধন — করিয়া বা কোন অত্যাচারের প্রতিরোধ করিয়া—অথবা তাহাদের জন্য ছুফারিশ করিয়া উহার বিনিময়ে অনেকে তাহাদের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া থাকে। সেক্রেটারী, পেশ্‌কার ও কেরানীদের মধ্যে সচরাচর এই আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও খিয়ানতের অন্তরভুক্ত। হিন্দ বিনে আবি হালা বর্ণনা করিয়াছেন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—যাহারা তাহাদের অভিযোগ পৌঁছাইতে অসমর্থ তাহাদের — অভিযোগ তোমরা আমাকে জ্ঞাপন কর। যাহারা অসমর্থদের প্রয়োজন রাজশক্তির গোচরিভূত করিবে, যেদিন সকলের পদস্খলন ঘটিবে, সেদিবস আল্লাহ তাহাদের পদযুগল পুলছিরাতে দৃঢ় রাখিবেন।

ابلغوني حاجـة من لا
يـستطيع ابلاغها' فانه من
ابلغ ذا سلطان حاجة من
لايـستطيع ابلا غـها' ثبت
الله قد ميه علي الصراط
يو م تزل الاقدام -

ইমাম আহমদ ও আবুদাউদ আবুউমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার জন্য

من شفع لاخيه شفاعة' فا
هـدى لـه عليها هدية'
فقبلها' فقد اتي بابا عظيما
من ابواب الربا -

* ছিয়াছতে শরঈয়া, ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছুফারিশ করিয়া তাহার নিকট হইতে উপঢৌকন—গ্রহণ করিল, সে স্বদের অন্যতম প্রকাণ্ড দ্বার উন্মোচন করিল। আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ বলেন,— কোন ব্যক্তির প্রার্থনা মত তাহার কার্যোদ্ধারে সহায়তা করিয়া উপঢৌকন গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। السحت ان يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدي اليه فيقبلها ـ মছ্রূক তাবেয়ী সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, ইব্নেযিয়াদকে বলিয়া কহিয়া তাহার অত্যাচার—হইতে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হইয়া একজন অপরিণত বয়স্ক দাস তাঁহাকে অপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করে, তিনি তাহা ফেরৎ দেন এবং বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদকে বলিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি কোন মুছলমানকে অত্যাচার—হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার বিনিময়ে—অল্প বিস্তর উপহার গ্রহণ করিলে উহা ঘুষের পর্যায়-ভুক্ত হইবে। من رد عن مسلم مظلمة فرزاه عليها قليلا او كثيرا فهو سحت ـ লোকটি বলিল, হে আবদুর্রহ্মানের পিতা, আমরা তো শুধু বিচারের ঘুষকেই ঘুষ মনে করি। ইব্নে মছ্উদ বলিলেন, ذاك كفر উহা কুফ্র!

যদি রাষ্ট্রাধিনায়ক কোন সরকারী কর্মচারীর—নিকট হইতে স্বয়ং গ্রাস করার মত্লবে যুলুমের মাল উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়, তাহাহইলে তাহাদের কোন পক্ষেরই সাহায্য করা চলিবেনা, তাহারা—উভয়েই যালিম, যেন এক চোর আর এক চোরের চোরাই মালগ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে! *

ইছ্লামী রাষ্ট্রের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের মর্যাদা প্রকৃতপ্রস্তাবে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের বিশ্বস্ততা গুণের উপরেই নির্ভর করে। ইছ্লামী রাষ্ট্রে শাসক ও নাগরিকদলের রক্ত, সম্ভ্রম ও অর্থের মূল্য সমান। নাগরিকগণের অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ ও বণ্টনের যেমন রাষ্ট্রাধিনায়কের কোন অধিকার নাই, তেমনি তাহাদিগকে বিনাবিচারে আটক করার বা মারপিট করারও কোন অধিকার তাঁহার নাই। সন্দেহক্রমে আটক করার বৈধতা সম্পর্কে যে হাদীছগুলি উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে একটীও প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে একটী হাদীছ—ইব্রাহীম বিনে খয়ছম বিনে ইরাকের মধ্যস্থতায় আবু-হোরায়রার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, বিনা প্রমাণে শুধু অপরাধের সন্দেহে রছুলুল্লাহ (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে সতর্কতার জন্য একদিবস ও রাত্রি আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ان النبى صلى الله عليه وسلم حبس فى تهمة احتياطا يوما وليلة ـ আর একটী হাদীছ মুআবিয়াহ বিনে হায়দার প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে আটক করিয়াছিলেন এবং আটকের প্রতিবাদ করার সংগে সংগে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইরাক বিনে—মালিকের প্রমুখাৎ আর একটী হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, গিফার গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে চুরির সন্দেহে আটক করা হয়, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) তজ্জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। فقال النبى صلى الله عليه وسلم حسبت الله المحبوس' استغفر لى ! فقال : غفر الله لك ! এই হাদীছগুলি ইব্নে-হয্ম তাঁহার মুহাল্লায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। *

উপরিউক্ত হাদীছগুলির মধ্যে প্রথমটীর অন্যতম রাবী ইব্রাহীম বিনে খয়ছম বিনে ইরাককে নছয়ী বর্জনীয় বলিয়াছেন। জওযজানী বলেন, তিনি নির্ভর-যোগ্য নন, শেষকালে তাঁহার মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। † দ্বিতীয় হাদীছের অন্যতম রাবী বহয-বিনে হাকীম সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিলেও আবুহাতিম, ইব্নেহিব্বান, আহ্মদ বিনে বশীর ও ইব্নে হয্ম প্রভৃতি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেননাই। তিনি তাঁহার পিতা ও দাদার ছনদে যে হাদীছগুলি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলির কোন নিদর্শন অন্য কোন রাবীর কাছে নাই। ‡ এতদ্ব্যতীত এই হাদীছে

* ছিয়াছতে শরঈয়া ২০—২২ পৃঃ।

* মুহাল্লা (১১) ১৩১ ও ১৩২ পৃঃ। † মীযান—যহবী (১) ১৪ পৃঃ। ‡ মীযান—যহবী (১) ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উল্লিখিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে আটক করার কার্য সমর্থন করেননাই, বরং প্রতিবাদের সংগে সংগে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তৃতীয় হাদীছটী মূছ্'ল। * আর— সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহাদ্বারা বিনাবিচারে আটক করার অবৈধতাই প্রমাণিত হয়, কারণ বিনাবিচারে আটক করাকে অন্যায় বিবেচনা না করিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) কখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেননা। — প্রকৃতপ্রস্তাবে এই হাদীছটী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সন্দেহক্রমে আটক বা দণ্ডিতকরা ইছ্‌লামের মূলনীতির প্রতিকূল। কোর্‌আনে ইহা জলন্ত ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে যে, ان الظن لا يغني من الحق شيئا প্রত্যুত সন্দেহ বা অনুমান সত্যকে সাব্যস্ত করার পক্ষে একটুও সহায়ক নয় ইউনুছ : ৩৬। এবং বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি বিভিন্ন ছনদে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সাবধান! সন্দেহের اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث অনুসরণ করিওনা— কারণ সন্দেহজনক উক্তি সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা † এতদ্ব্যতীত রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে মুনাফিকদের একটা দল সতত বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করার সমূহ-সম্ভাবনা থাকা সত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে— তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কোনদিন আটক বা কয়েদ করেননাই। এই সকল স্পষ্ট প্রমাণের সমকক্ষতায় সন্দেহক্রমে আটকের বৈধতা কোনক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারেনা।

এ সম্পর্কে ইছ্‌লামী রাষ্ট্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠতম— ব্যাখ্যাতা উমর ফারূকের যুগান্তকারী ঘোষণা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,— আল্লাহর শপথ! ইছ্‌লামে কোন ব্যক্তিকে বিনা والله لا يوسر رجل فى الاسلام بغير العدل! বিচারে কয়েদ করা যাইতে পারেনা! ‡ ইব্‌নে হয্‌ম আবদুর্‌রয্‌যাকের ছনদে আবদুল্লাহ বিনেআবিআমিরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একবার ছফরে আমার একটী থলি অপহৃত হয়, আমাদের সংগে একজন সন্দিগ্ধ লোক ছিল, আমার সাথীরা তাহাকে থলী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে চুরি অস্বীকার করে। আমি— তাহাকে ধৃতকরার জন্য হয্‌রত উমরকে অনুরোধ করি। উমর ফারূক কুপিত হইয়া বলিলেন— কি! আমি বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণেই উহাকে ধৃত করিয়া আনার আদেশ দিব? اتاتى به مصفودا بغير بينة ؟ لااكتب لك فيها ولا اسالك عنها! আমি কিছুতেই এরূপ নির্দেশ তোমার জন্য লিখিবনা এবং এবিষয়ে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিবনা। *

ফলকথা, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিককে— বিনাবিচারে আটক করার অধিকার শাসনকর্তাদের নাই এবং এরূপ বিধান ইছ্‌লামী শাসন সংবিধানে স্থানলাভ করিতে পারেনা।

ইছ্‌লামী-রাষ্ট্রের অতিক্ষুদ্র নাগরিককেও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী মারপিট করার অধিকারী নন। মিছরের গভর্ণর আম্‌র বিনুল— আছের পুত্র মোহাম্মদ জনৈক অধিবাসীকে বেত্রাঘাত করেন। ইহার জন্য উমর ফারূক তাঁহাদিগকে সপুত্র মিছর হইতে ডাকাইয়া আনিয়া উক্ত কিব্‌তীর দ্বারা গভর্ণর-পুত্রকে কশাঘাত করান এবং রোষকষায়িত লোচনে ইব্‌নুল আছকে বলেন,— হে আমর, তোমরা জনমণ্ডলীকে কতদিন হইতে গোলাম বানাইয়া লইয়াছ? ايا عمرو، متى تعبدتم الناس ؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا! তাহাদের জননীরা তো তাহাদিগকে স্বাধীন মানুষ রূপেই প্রসব করিয়াছিল! †

ইছ্‌লামীরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় শাসক ও জনমণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা হয়নাই। শয়খুল-ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়্যহ বলেন, একদা উমরফারূক (হজের মওছম) তাঁহার রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের—

* মুহাল্লা (১১) ১৩২ পৃঃ।
† বুখারী ফত্‌হ সহ—(৫) ২৮২; (১০) ৪০১; (১২) ৩, (৯) ১৭১ পৃঃ ‡ মুওয়াত্তা (২) ১০৭ পৃঃ।

* মুহাল্লা (১১) ১৩২ পৃঃ।
† আল ফারূক উমর (২) ২১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সম্মুখে জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

الا' انی والله ما ارسل عمالی الیکم لیضربوا ابشارکم' ولا یاخذوا اموالکم' ولکن ارسلهم الیکم لیعلموکم دینکم وسننکم' فمن فعل به سوی ذلک فلیرفعه الی - فوالذی نفسی بیده اذا لاقصنه منه- فوثب عمرو بن العاص فقال : یاامیر المؤمنین' ان کان رجل من المسلمین علی رعیة' فادب رعیته ائنک لتقصه منه ؟ قال' ای' والذی نفس محمد بیده اذا لاقصنه منه انی لاقصه منه - وقد رایت رسول الله صلے الله علیه و سلم یقص من نفسه - الا' لاتضربوا المسلمین' فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم' فتکفروهم !

আপনারা শুনুন!— আমি আমার কর্মচারীদিগকে আপনাদের দেহে আঘাত হানিবার অথবা — আপনাদের মাল— গ্রাস করিবার জন্য প্রেরণ করিনাই।— আমি তাহাদিগকে আপনাদের কাছে— পাঠাইয়াছি—আপনাদের দীন ও সংস্কৃতি আপনাদিগকে শিখাইবার জন্য! যেশাসনকর্তা অনুরূপ আচরণ করিবে তাহার সম্বন্ধে আমার কাছে আপনারা নালিশ করুন, আমি তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ— গ্রহণ করিব। মিছরের গভর্ণর আম্‌র বিন্নুল আছ একথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, যদি কোন মুছলমান তাহার প্রজাকে আদব দিবার জন্য মারে, তাহার জন্যও কি আপনি তাহাকে শাস্তি দিবেন? উমর বলিলেন,— হাঁ! যাঁহার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ! আমি তাহার নিকট হইতেও প্রতিশোধ লইব! আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব! আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে দেখিয়াছি তিনি স্বয়ং নিজের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতেন! সাবধান, আপনারা মুছলমানদের দেহে আঘাত করিবেননা, তাহাদিগকে— অপদস্থ করিবেননা, তাহাদের হক নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করিবেন না।

ইবনে তয়মিয়াহ বলেন, না জায়েয আঘাত— সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু শরীঅতের নির্দেশক্রমে— শাসকগণ অপরাধীকে আঘাত করিলে তারজন্য— ইজ্‌মার নির্দেশক্রমে প্রতিশোধ নাই, কারণ সে আঘাত হয় ওয়াজিব, নয় মুছ্‌তহব অথবা জায়েয — হইবে। *

বিশ্বস্ততার অন্যতম তাৎপর্য হইতেছে রাষ্ট্রের আইন আর বিচার ব্যবস্থায় সমদর্শিতা। উমরফারূককে খলীফাতুল মুছলেমীন হওয়া সত্ত্বেও মদীনার— কাযী যয়েদ বিনে ছাবিতের ইজ্‌লাছে উবাই বিনে কঅবের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। হযরত আলী বিচারপতি শুরয়হ এর ইজ্‌লাছে একাধিকবার হাযির হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন আর সর্বাপেক্ষা চমৎকার কথা এই যে, একবারের মামলায়— হয্‌রত আলী যেসাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, বিচারপতি তাহা গ্রাহ্য করেননাই। ইছলামী বিচারালয়ে খলীফার পুত্র আবু শহমা, শ্যালক কুদামা বিনে মষ্‌উন, মিছরের শাসনকর্তার পুত্র মোহাম্মদ ইছলামী দণ্ডবিধির সাধারণ ধারা অনুসারে দণ্ডিত— হইয়াছিলেন।

কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা আর সমদর্শিতা আদিল ও আমীন হইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শরীঅতের পরিভাষায় ধর্মপরায়ণতার ন্যূনতম মান যাহা, ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে সেই মানে উত্তীর্ণ হইতে হইবেই। ধর্মপরায়ণতা বা 'আদ্‌লে'র ন্যূনতম মান সম্বন্ধে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, খলীফার জন্য 'আদ্‌ল'— হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যে কবীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকে এবং ছগীরায় অভ্যস্ত বা হঠকারী নাহয়, লজ্জাশীল যে ব্যক্তি হয়, বেহায়া ঢিট নাহয়। সাক্ষ্য, বিচারক ও হাদীছের রাবীর

الکه عدل باشد' یعنی مجتنب از کبائر' غیر مصر برصغائر وصاحب مروت باشد نه هرزه کرد خیلع العذار - زیراکه درشاهدو قاضی وراوی حدیث هرگاه این معانی شرط ست' پس در ریاست عامه که زمام خلق بدست او

* ছিয়াছতে শরঈয়া, ৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

اقتدا او لے است بازاد شرط باشد ـ

জন্য উপরিউক্ত শর্ত যখন আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে তখন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের জন্য উহা অপরিহার্য হওয়া অধিকতর আবশ্যক, কারণ সমস্ত রাষ্ট্রের বল্গা তাহার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। *

খলীফার পক্ষে ধর্মপরায়ণ (আদ্‌ল) হওয়ার— শর্ত মাওয়ার্দী তাঁহার আহ্‌কামে এবং উছুলেফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে অন্যান্য বিদ্বানগণ সমবেত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

هى عند الفقهاء عبارة عن التحلى بالفرائض والفضائل والتخلى عن المعاصى والرذائل وعما يخل بالمروة ـ

ছৈয়েদ রশীদ রিযা বলেন,— ফকীহগণের নিকট— আদেল হওয়ার অর্থ হইতেছে—ফরয কার্য সমূহের অনুসরণকারী, সর্বগুণসম্পন্ন: পাপাচরণ এবং নীচতা হইতে যে বিরত থাকে এবং যেব্যক্তি নিলর্জ্জ আচরণ পরিহার করিয়া চলে। ✝

মোটের উপর অত্যাচারী (যালিম) ও বেদীন, ফাছিককে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিলে এক মুহূর্তের— তরেও ইছলামীরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য শুধু ন্যায়-বিচার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইলে মুশিরুওয়ার রাজ্য আর মযদকের রাষ্ট্রনীতিকে ইছলামী রাষ্ট্র ও ইছলামী রাজ্যশাসন বিধান বলিয়া মান্য করিতে হইবে। ইছলাম ন্যায় ও সাম্যের যে আদর্শ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠা ও স্থাপনাই হইতেছে ইছ্‌-লামী রাষ্ট্রের মুখ্যউদ্দেশ্য এবং যেব্যক্তি ইছলামের নৈতিক ও চারিত্রিক মান সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বস্ত নয়,— তাহাকে রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তৃত্ব প্রদান করিলে সে — উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ইমাম শওকানী বলেন, সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার আদেশের প্রধান দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হইতেছে,—

اولها واهمها اقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراط المستقيم ودفعهم عن مخالفته والوقوع فى منها طوعا وكرها ـ

দীনে— ইছলামের আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা এবং শরীঅতের সরল ও সঠিক পথে জনমণ্ডলীকে দৃঢ়রাখা। শরীঅতের বিরোধ হইতে বিরত রাখা এবং ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যাহাতে শরীঅতের নিষিদ্ধ কার্যসমূহে — তাহারা লিপ্ত হইতে নাপারে তাহার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। *

কতকগুলি ছহীহ হাদীছে অত্যাচারী শাসক-দলের বিরুদ্ধে উত্থান করা নিষিদ্ধ হওয়ায় ফাছিক ব্যভিচারী, অনাচারী, ধর্মহীন এবং যালিমকে ইছ্‌-লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব দান করা দুর্ভাগ্যবশতঃ— কেহ কেহ বৈধ মনে করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অনুমান অজ্ঞতা ও চপলতার পরিচায়ক। বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ফকীহ ও রাষ্ট্র-দার্শনিকগণের একজনও এরূপ বে-হুদা কথা উচ্চারণ করেননাই। বিদ্বানগণের মত-ভেদ ঘটিয়াছে যে, কোন বিশ্বস্ত ও আদিল ইমাম— শাসনকর্তৃত্ব লাভকরার পর ফাছিক ও অত্যাচারী হইয়া পড়িলে তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিতে হইবে কিনা? হাফিয ইব্‌নেহজ্‌র বলেন,—

لايجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء وان الخلاف فى الخروج على الفاسق فيما اذا كان عادلا وامامته صحيحة ثم احدث جوراً

ফাছিককে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয। মতভেদ হইতেছে এই বিষয়ে যে, যে শাসনকর্তা ন্যায়পরায়ণ এবং যাহার ইমামত ছহীহ, সে যদি পরে অত্যাচারী হইয়া পড়ে তাহাহইলে সে ফাছিকের বিরুদ্ধে উত্থান করা বৈধ হইবে কিনা? ✝ মাওয়ার্দী বলেন,

ان كان صغيرا او فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستانف اهل الاختيار بيعته ـ

আনুগত্যের শপথ গ্রহণকরার — সময়ে যদি অধিনায়ক অপরিণত বয়স্ক কিংবা ফাছিক হয় সেব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি বয়োপ্রাপ্ত ও আদিল হইয়া থাকে,

* ইযালাতুল খফা (১) ৪ পৃঃ।
✝ আহকামুছছুল্‌তানীয়াহ, ৪ পৃঃ ; শরহে মকাছিদ তফ্‌তাযানী (২) ২৭২ পৃঃ ; আল্‌মনার ২৩শ খণ্ড।

* ছয়লুল জর্‌রার (ইক্‌লীলুল্‌করামহ, ৫৬ পৃঃ)।
✝ ফত্‌হুলবারী, কিতাবুল আহকাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাহইলে অধিকারীগণ কর্তৃক নূতনভাবে কার্যা-রম্ভ নাকরা পর্যন্ত তাহার খিলাফত শুদ্ধ হইবেনা। * ইমাম আবুবকর রাযী জছ্‌ছাছ ছুরত-আল্‌বাকারার ১২৪ আয়তের অন্তর্গত "আল্লাহ বলিলেন—আমার অংগীকার যালিমের দল প্রাপ্ত হইবেনা," আদেশের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, এই আয়তের সাহায্যে ফাছিকের ইমামত বাতিল হওয়া প্রতিপাদিত হইতেছে এবং প্রমাণিত হইতেছে যে, ফাছিক খলিফা হইতে পারেনা। যেব্যক্তি নিজেকে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবে, সে যদি ফাছিক হয়, তাহার আনুগত্য ও অনুসরণ জনমণ্ডলীর জন্য আবশ্যক নয়। এই আয়ত আরও প্রমাণিত করিতেছে যে, ফাছিক শাসনকর্তা—হইতে পারেনা এবং রাষ্ট্রাধিনায়ক রূপে—তাহার আদেশ বলবৎ হইবেনা। তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবেনা, রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ সে রেওয়ায়ত করিলে অথবা মুফ্‌তী রূপে সে কোন ফত্‌ওয়া দিলে গ্রাহ্য হইবেনা। তাহাকে—নমাযের জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করা চলিবেনা, তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিলে এবং কেহ তাহার ইক্‌তিদা করিলে তাহার নমায বাতিল হইবে। উপরিউক্ত সমুদয় অর্থ "আমার অংগীকার যালিমের দল লাভ করিবেনা" আয়তের তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত। †

قال لا ينال عهدى الظالمين

فثبت بدلالة هذه الاية بطلان امامة الفاسق وانه لا يكون خليفة، وان من نصب نفسه فى هذا المنصب وهو فاسق، لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته — ودل ايضا على ان الفاسق لا يكون حاكما وان احكامه لا تنفذ اذا ولى الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره اذا اخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا فتياه اذا كان مفتيا، وانه لا يقدم للصلاة وان كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية — فقد حوى قوله لا ينال عهدى الظالمين هذه المعانى كلها —

ইমাম অবুবক্‌র রাযী ফাছিকের ইমামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঠিক. কিন্তু কোন ফাছিক যদি নমাযের জামাআতের ইমাম হইয়া পড়ে, তাহাহইলে তাহার ইক্‌তিদাকারীর নমায বাতিল হইবে, একথা সঠিক নয়। স্বয়ং ইমাম আবুহানীফার সিদ্ধান্ত এইযে, সমুদয় পরহেযগার ও ফাজির মুছলমানের পিছনে নমায জায়েয। * والصلوة خلف كل بر و فاجر من المؤمنين جائزة এবং ইমামে আ'যমের এই অভিমত কোরআন, ছুন্নত এবং ছাহাবাগণের আচরণের সহিত সুসমঞ্জস, কিন্তু ইহার বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এই নিবন্ধে নাই।

মোট কথা, কোন ধর্মহীন ফাছিক ব্যক্তি ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইতে পারেনা।

৪। ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের পক্ষে মুজ্‌তাহিদ (Assiduous) হওয়া আবশ্যক।

জাতীয় সংহতির সংরক্ষণকল্পে মতভেদ ও—অনৈক্যের সামঞ্জস্য ও মীমাংসা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, শরীঅতের মূলদলীলের সূত্রসমূহ এবং ও-গুলির বিভিন্নরূপী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞ নয় এবং যাহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা একদেশদর্শী ও গতানুগতিক তাহার পক্ষে শরীঅতের সঠিক নির্দেশ বলবৎ করা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া চলা সুদূরপরাহত। এরূপ গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধিনায়ক নিযুক্ত করিতে হইবে, যিনি সর্ববিধ আদেশ ও আকস্মিক ব্যাপার সমূহে কোরআন ও ছুন্নতের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নির্দেশসমূহ আবিষ্কার করিতে সক্ষম এবং প্রয়োজন মত ইছ্‌লামী নির্দেশের রূহ (Spirit) লক্ষ রাখিয়া মছ্‌আলা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।

ছঅদ তফতাযানী উম্মতের জন্য এরূপ অধিনায়ক গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়াছেন, যিনি মুজ্‌তাহিদ হইবেন। † মাওয়ার্দী আদালতের শর্তের পর—দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন,— যে বিদ্যার সাহায্যে — জাতীয় সমস্যা এবং العلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل

* আহকামে ছুল্‌তানীয়া, ১১ পৃঃ।

† আহকামুল কোরআন (১) ৮০ পৃঃ।

* শরহে ফিক্‌হে আকবর, আলীকারী, ৯১ পৃঃ।

† শরহে মকাছিদ (২) ২৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা লাভহয়, সেইরূপ বিদ্বান হওয়া চাই। ¶ শরীফ জুর্‌জানী বলিয়াছেন,—অধিকাংশ বিদ্বানের মতে যেব্যক্তি মৌলিক ও বিস্তারিত আদেশাবলী সম্বন্ধে মুজ্‌তাহিদ, তিনি ইমামতের হক্‌দার ও উপযোগী, যাহাতে অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তিনি আদেশ বলবৎ করিতে সমর্থ হন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদগুলিকে সন্দেহমুক্ত করিতে পারেন। সর্ববিধ সমস্যা, ব্যবস্থা ও ঘটনায় স্বাধীন ভাবে, হয় মূল দলীল দ্বারা অথবা প্রতিপাদন-ক্রিয়ার সাহায্যে ফতওয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহার থাকা চাই, কারণ ইমামতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হইতেছে— ইছলামী মতবাদের সংরক্ষণ এবং মামলার নিষ্পত্তি আর কলহ ও মতভেদের নিরসন। ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা ছাড়া এসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। ❋

والاحكام -

والجمهور على ان اهل الامامة ومستحقها من هو مجتهد فى الاصول والفروع ليقوم بامور الدين متمكنا من اقامة الحجج وحل الشبه فى العقائد الدينية' مستقلا بالفتوى فى النوازل والاحكام الوقائع نصا واستنباطا' لان اهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط -

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, খলীফা হওয়ার অন্যতম শর্ত হইতেছে মুজতাহিদ হওয়া,— কারণ বিচার, ধর্ম-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সাধন, ন্যায়ের জন্য আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ খিলাফতের উদ্দেশ্যের অন্তরগত এবং এই সকল কার্য মুজ্‌তাহিদ ব্যতীত সমাধা করা সম্ভবপর নয়। ❋

وازاں جمله آنست كه مجتهد باشد' زيراكه خلافت متضمن ست قضا واحياء علوم دين وامر معروف ونهى منكررا وايں همه بدون مجتهد صورت نگيرد -

রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য মুজতাহিদ হওয়া যে অপরিহার্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আদর্শ যুগের খলীফাগণ সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন এবং যেদিন হইতে ইজতিহাদের পরিবর্তে তক্‌লীদ অর্থাৎ স্বাধীন প্রজ্ঞার স্থলে অন্ধঅনুসরণ রীতি ইছলামী রাজ্যশাসনবিধানে স্থান লাভ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই দিন হইতেই— জাতীয় সংহতির বিনাশ ঘটিয়াছে এবং ইছলামী — প্রগতি ও প্রাণবত্তা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইজতিহাদের প্রামাণিকতা ও তক্‌লীদের খণ্ডন সম্বন্ধে কোরআন ও ছুন্নতে এত অধিক নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এ সম্পর্কে সংক্ষেপেও কিছু লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত করিতে হয়। বিশেষতঃ আলোচনার ধারা ও দৃষ্টিভংগীর ব্যতিক্রমের ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সরল ও সর্বসম্মত বিষয়টীও মুছলমানগণের মধ্যে বিভেদ ও কলহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্যক আলোচনায় আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত রহিতেছি। এ স্থলে কেবল দুইটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ ভাবে আবশ্যক মনে— করিতেছি—

প্রথম, অভিজ্ঞতা একটি আপেক্ষিক বস্তু, যুগ ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের সংগে সংগে অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন রূপী হইয়া পড়ে। বর্তমান কালে এমন— অনেক বিষয়ে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন— দেখা দিয়াছে যে, অতীতকালে হয়তো সেগুলির আদৌ প্রয়োজন ছিলনা। সুতরাং বর্তমান যুগে ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং তাঁহার পার্লামেন্টকে শুধু ব্যবহারিক (ফিক্‌হী) মছ্‌আলাসমূহে বিশেষজ্ঞ হইলে চলিবেনা, তাঁহাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক-বিধান এবং চুক্তিসমূহেও অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক— বিভিন্ন জাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও তাঁহাদের সম্যকরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। ইছলামী রাষ্ট্রসমূহের সহিত শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যগুলির কূটনৈতিক চালবাজী এবং তাহাদের এবং অন্যান্য— রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং

¶ আহকামে ছুল্‌তানীয়া, ৫ পৃঃ।

❋ শরহে মওয়াকিফ (৮) ৩৪৮ পৃঃ।

❋ ইযালাতুল খফা, ৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রসারিত ও সুগভীর দৃষ্টিশক্তি লাভ করা প্রয়োজন। গতানুগতিকতা ও—অন্ধঅনুসরণ বৃত্তি কেবল ব্যবহারিক শাস্ত্রেই দোষাবহ নয়, রাজনৈতিক জীবনে উহা জাতির পক্ষে—মৃত্যুবাণ।

দ্বিতীয়, কেবল খলীফা বা রাষ্ট্রাধিনায়কের পক্ষে মুজ্‌তাহিদ হওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ কোন একক ব্যক্তির ইজ্‌তিহাদ সমগ্র জাতির অনুসরণীয় হইতে পারে না। যে সর্বসম্মত ইজ্‌তিহাদ কোর্‌আন, ছুন্নতে-ছহীহা ও বিশুদ্ধ ইজমার প্রতিকুল নয়, কেবল তাহাই জাতির পক্ষে অবশ্য প্রতিপালনীয়। অতএব ইছলামী —রাষ্ট্রের 'মজ্‌লিছে-মুকান্‌নিনা' বা আইনপরিষদের প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মুজতাহিদ হওয়া অবশ্য কর্তব্য কেবল ভোটের যোরে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইছলামী রাষ্ট্রের আইন সভায় প্রবেশ করার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা।

ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার —সময়ে সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অনুসন্ধান করিতে—হইবে। যোগ্যতার যে চারিটি মান উল্লিখিত হইল, তাহার মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়া কিছু তারতম্য হইলে সম্ভবতঃ দোষাবহ হইবেনা, কিন্তু ওগুলির —ব্যতিক্রম করা কিছুতেই চলিবেনা। অন্যান্য শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রচালকদের বেলায় আংশিক ব্যতিক্রম —দোষাবহ হইবেনা। অবশ্য সকল সময়ে ইহা লক্ষ রাখিতে হইবে যে, যাঁহাকে যে কার্যের ভার সমর্পণ করা হইতেছে, তাহা সমাধা করার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে আছে কিনা।

'যোগ্যতারমান' প্রসংগ সমাপ্ত করার পূর্বে—এ সম্পর্কে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক।

স্বর্ণ যুগের ইতিহাসেও যোগ্যতার মানের ব্যতিক্রমের নযীর ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। আবুযর গিফারীর ন্যায় পরম সত্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) রাষ্ট্রের কোন কার্যে নিযুক্ত করেন নাই, অথচ খালিদ বিন্নুল ওলীদ, আম্‌র বিন্নুল আছ ও উছামা বিনে যয়েদ প্রভৃতি ছাহাবী, যাঁহারা সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা এমন কি বিদ্যাবত্তার দিক দিয়া বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেননা, তাঁহাদিগকেই তিনি রাষ্ট্রের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত—করিয়াছিলেন। খালিদ বিন্নুল ওলীদের কোন কোন আচরণে রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বক্‌র ছিদ্দীক—সন্তুষ্ট থাকিতে নাপারিলেও হযরতের জীবদ্দশায় এবং আবুবক্‌র ছিদ্দীকের খিলাফতে তিনি সেনাপতিত্বের পদ হইতে অপসারিত হননাই, কারণ উক্ত কার্যের পক্ষে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মদ্রোহীদের সংগ্রামে এবং শাম ও ইরাকের বিজয় অভিযানে —খালিদের কীর্তিগৌরব ইতিহাসপ্রসিদধ। উমর—ফারুক তদীয় খিলাফতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি আবু উবায়দাকে মুছলিম বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে রুদ্র ও —কোমলতা গুণের সামঞ্জস্য সাধন বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। আবুবক্‌র স্বয়ং কোমলতার আধার ছিলেন, তাই তাঁহার সংগে খালিদের রুদ্রতা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল আবার উমরের কঠোরতা ও রুদ্রতার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য আবু উবায়দার মত —কোমল প্রকৃতি সেনাপতির প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। উমর ফারুকের খিলাফতে শামে আবুদ্দরদা এবং কুফায় ইবনে মছউদের মত প্রথিতযশা মহা—পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, অথচ তিনি বিভিন্ন প্রদেশে মুআবিয়া, মুগীরা বিনে শোবা ও আম্‌রবিন্নুল আছকেই শাসনকর্তৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ফলকথা রাষ্ট্রের এবং জাতির সম্মুখে যখন যে —প্রয়োজনের গুরুত্ব অধিকতর প্রকট হইয়া দেখা—দিবে, রাষ্ট্রাধিনায়ক নির্বাচন করার সময় সেই —প্রয়োজনকে লক্ষ রাখিয়া তদনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সকল গুণের ও সকল বিদ্যার সমাবেশ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন কালেই সম্ভবপর পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতউদ্দেশ্য হইতেছে ইছলামের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়গৌরব রক্ষা করা, যখন যেরূপ ব্যক্তির সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে তখন সেইরূপ ব্যক্তিকেই খলীফা ও শাসনকর্তা রূপে অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

অতঃপর ইন্‌শাআল্লাহ রাষ্ট্রের ইমাম নিযুক্ত করার ইছলামী পদ্ধতি আলোচিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اداریہ

সাময়িক প্রসংগ

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ঈদুলফিত্‌র,

বৃহস্পতিবার রাত্রি পৌণে এগারটা পর্যন্ত আমরা ঈদের হিলালের কোন সংবাদ জানিতে পারিনাই। তারপর লাহোর, পেশাওয়ার ও নথিয়াগলী প্রভৃতি স্থান হইতে চন্দ্রোদয়ের সংবাদ বিতরিত হয় এবং— ঢাকার 'রুয়ত কমিটী'র সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় যে, শুক্রবারেই ঈদ মুবারক সুসম্পন্ন হইবে। তদনুসারে আমরা আল্লাহর ফয্‌লে বিগত শুক্রবার ২১ শে— আষাঢ়—৬ই জুলাই তারীখে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবনা পাক-ঈদ্‌গাহে ন্যূনাধিক চারিসহস্র লোকের সমবায়ে পবিত্র ঈদুল ফিত্‌রের জামাআত আদা করিয়াছি। ওয়া-লিল্লাহিল হাম্‌দ!

ঈদ মুবারক!

আমাদের দৃঢ় আশা ছিল যে, তর্জুমানুলহাদী-ছের রামাযান সংখ্যা আমরা ঈদুল ফিতরের পূর্বেই পাঠকগণকে পরিবেশন করিতে পারিব, কিন্তু— সংগে সংগে ছিয়ামে রামাযানের কর্তব্যগুলি প্রতি-পালন করার আগ্রহে আর বদ্‌নছীব সম্পাদকের — শারীরিক দুরবস্থার ফলে আমাদের সে আশা পূরণ হয়নাই। তর্জুমান ঈদের পর অনেক বিলম্বে — পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে, তথাপি ইহার মারফতে তর্জুমানুলহাদীছের লেখক, পাঠক ও অনু-গ্রাহক বৃন্দের খিদ্‌মতে আমরা অকুণ্ঠ ভাবে পবিত্র— ঈদের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অনাহূত মতভেদ,

ঈদের নমাযের পর রাজশাহী প্রভৃতি উত্তর — বাংলার বিভিন্ন যিলার গ্রামাঞ্চল হইতে বৃহস্পতিবারে চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সকল সাক্ষ্য না পাইলেও শুক্রবারে ঈদের উৎসব পালন করা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি যিলার পল্লী অঞ্চল হইতে মতভেদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া — আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। হিলাল দর্শন করিয়া ছিয়াম শেষ করার আদেশ শিরোধার্য, — কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে উহা দর্শন করা ওয়াজিব নয় এবং সম্ভবপরও নয়। সুতারং রাষ্ট্রের যে কোন অংশে চন্দ্রোদয় এবং সরকারী ব্যব-স্থায় উহার প্রচার হইয়া থাকিলে 'রুয়ত' সম্বন্ধে মত-ভেদ করা উচিত হইবেনা।

কুরুচির মহামারী,

ঠিক এমন সময়ে যখন পাক রাষ্ট্রের মাথার — উপর কাশ্‌মীরের তল্‌ওয়ার ঝুলিতেছে, যখন মুহা-জিরের দল ভারত রাষ্ট্রে তাহাদের ভূসম্পত্তি ও বাস্তু-ভিটা উদ্ধার করিতে না পারিয়া আবার সম্পূর্ণ — অসহায় অবস্থায় হাজারে হাজারে পাকিস্তানে অন্ন ও আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিয়া আসিতেছে, পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন খাদ্যসংকট নিদারুণ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, মহামারীর প্রকোপে জনসাধারণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্র, চিনি, ও কেরোসিন এমন কি চাউলের নিয়ন্ত্রণও যুদ্ধকালীন অবস্থার ন্যায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, অর্থাভাব ও বস্ত্রসংক-টের দরুণ যখন জাতীয় মহোৎসব ঈদুলফিত্‌রে শত করা পাঁচজন মুছলিম নারী এবং শিশুও নূতন বস্ত্র— পরিধান করার আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, ঠিক সেই বিপদসংকুল সময়ে শয়তানকে পরিতুষ্ট, পাপ ও ব্যভিচারকে পরিপুষ্ট ও দরিদ্র জনমণ্ডলীর যথা — সর্বস্ব অপহরণ করার অব্যর্থ কৌশল রূপে পূর্বপাকি-স্তানে বিদেশী এক সার্কাস কোম্পানীকে প্রবেশাধি-কার দেওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানিটীর সংগে উচ্চ শক্তির সার্চলাইট ও নানারূপ হিংস্রজন্তুর সাথে ডজন ডজন যুবতী নারী রহিয়াছে, যাহারা ইছলামী পরি-

www.ahlehadeethbd.org

ভাষায় বিবস্ত্র ভাবে অপরূপ তেলেছ্‌মাতি কৌশল— প্রদর্শন করিয়া রসিক শাসক গোষ্টির মনোরঞ্জন এবং হতভাগ্য ও মূর্খ শাসিত দলের ঈমান, ইয্‌যত ও — অর্থের উপর রহযনী হানিয়া থাকে। রংপুর, রাজ-শাহী প্রভৃতি যিলা হইতে ঈমান ও সুরুচির এই ডাকা তিতে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইয়া — গিয়াছে এবং ক্রমাগত হইতে চলিয়াছে। পাকি-স্তানে ইছ্‌লামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন সাধনের লম্বা-বুলী যাঁরা প্রতিনিয়ত যোর গলায় জনসাধারণের— সম্মুখে হাঁকিয়া থাকেন তাঁরা হায়া ও গয়রতের মাথা একেবারেই খাইয়া বসিয়া থাকিলেও আল্লাহর ভয় ও রাষ্ট্রের আসন্ন মহাসংকটের আশংকাও কি একেবারে হযম করিয়া ফেলিয়াছেন? সুখীপরিবারদের আনন্দ কোলাহল মুখরিত প্রাসাদের ফটক অতিক্রম করিয়া যাওয়ার মত শক্তি আমাদের ফকীরদের দুর্বল কণ্ঠে যে নাই, তাহা আমরা জানি, কিন্তু যাঁহারা ইছ-লামের পবিত্র আমানতকে এখনো সম্পূর্ণ রূপে তুচ্ছ করিতে পারিতেছেননা, আল্লাহর ক্রোধ ও গযব— হইতে সম্পূর্ণ বেপরওয়া না হইবার জন্য আমরা তাঁহা-দিগকে সতর্ক করিতেছি। কোরআনের এই ভয়া-বহ নির্দেশ তাঁহাদের মনেরাখা উচিত—"যে বিপদ নির্দিষ্ট রূপে তোমাদের অপরাধীদলকেই স্পর্শ — করিবেনা, বরং যাহার ভয়াবহতা নিরপরাধীদিগকেও গ্রাস করিবে, সেই ভীষণ শাস্তি সম্বন্ধে তোমরা — সাবধান হও!" ——আলআন্‌ফাল : ২৫ আয়ত। ব্যাপক পাপের মহামারীতে সাধুর দল যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বন করাকেই সাধুতার পরাকাষ্ঠা মনে করেন তখন যে অভিশাপ নামিয়া আসে, তাহা — পাপী ও অপরাধী দলের মত সাধুর দলকেও পোড়া-ইয়া ভষ্মিভূত করিয়া যায়!

হিন্দুস্থান রাষ্ট্রনীতির মহাভারত,

হিন্দুস্থানী মুছলমানগণ সম্বন্ধে এবং আরও বিশেষ ভাবে পাকিস্তান হকুমত সম্বন্ধে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রনীতির মহাভারত উদ্‌ধার করা অতিশয় দুরূহ। এযাবৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বিনিময় সমস্যা এবং আর্থিক ও মুদ্রামাণ প্রশ্নগুলির এরূপ অদ্ভুত জওয়াব হিন্দুস্থান সরকার প্রদান করিয়া আসিতেছেন, যাহার ফলে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সুরাহা হওয়া দূরে থাক, জটি-লতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' প্রবাদ বাক্যের অনুসরণে হিন্দুস্থান সমস্ত ব্যর্থতার দায়িত্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া স্বয়ং দেবতা সাজিয়া বসিয়া আছেন। দিল্লী চুক্তির যে শুভ প্রতিক্রিয়া উভয় রাষ্ট্রে আরম্ভ হইয়াগিয়াছিল এবং যাহার মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া পাক নাগরিক-গণ নিজেদের আত্মমর্যদার দিকেও অনেক সময়ে দৃক-পাত করা প্রয়োজন বিবেচনা করেননাই, হিন্দুস্থানের অধিকাংশ নাগরিকরা সেই চুক্তিকে আগাগোড়া — বানচাল করার জন্য কোন অপচেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই শ্রেণীর হিন্দুস্থানীদের সমবায়ে হিন্দু মহা-সভা ও স্বয়ং সেবক সংঘের নেতা এবং সাংবাদিকরা মুছলিম হত্যা ও তাহাদের বংশ বিলুপ্তি এবং ইছ্‌-লামী তমদ্দনের নিধন আর পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন ও পূর্বপাকিস্তানকে অধিকার করিয়া অখণ্ড ভারতের— পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে ভাবে প্রচা-রণা চালাইতেছেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এই সকল আচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দাংগা হাংগামা ও খুনখারাবী লাগিয়া রহিয়াছে। কোনস্থানেই মুছলমানরা শান্তি ও — সম্মানের জীবন যাপন করিতে পারিতেছেননা। ধর্ম-নিরপেক্ষতার গগণভেদী চীৎকারের ভিতর মুছলমান-দিগকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার ষড়-যন্ত্রের ফলে বিগত ২১ শে মে তারীখের এক বিশ্বস্ত সংবাদ সূত্রে লক্ষ্ণৌর ৩৬ জন মুছলমান হিন্দু মহা-সভায় যোগদান করিয়াছে। ৯ শত বৎসরের পর— সোমনাথ মন্দিরে পুনরায় বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত — রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বহস্তে বিগ্রহকে স্নান করাইয়াছেন— এবং মুছলমানদের হাজার বৎসর পূর্বকার আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উপরিউক্ত অনুষ্ঠানের— পৌরহিত্য করিয়াছেন এতদুপলক্ষে সমস্ত ভারতের বড় বড় মন্ত্রী, রাজা মহারাজা, ধনিক, বণিক, পুঁজি-পতি ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা জুনাগড়ে সমবেত হই-

www.ahlehadeethbd.org

রাছিল। জুনাগড়ের কমনছীব নওয়াব ছাহেবের—মহলকে রাজেন্দ্র ভবন নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। বাজারে গুজব সোমনাথের বিগ্রহ ৯শত বৎসর যাবৎ ক্ষুধার্ত থাকায় তাহার ভোগের জন্য ২ হাজার মন মিষ্টান্ন আর এক হাজার মন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনের সৌরভে দূর দরাজ পথ অতিক্রম করিয়া সাধুসন্ন্যাসীর দল জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের—সভাপতি ও মহাত্মাগান্ধীর স্থলাভিষিক্ত ট্যাণ্ডনজীও উক্ত দলে শরীক ছিলেন। ছুলতান মাহমুদের প্রতিশোধ গ্রহণ উপলক্ষে আরও যেসকল রোমাঞ্চকর —ঘটনা নব-সোমনাথে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বাজারে গুজব রটিয়াছে, সেগুলি আমরা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মুখের দিকে তাকাইয়া বিবৃত করিলামনা, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, উদার জাতীয়রাষ্ট্র আর ধর্মান্ধ পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের জীবন —দুর্বিষহ!

পূর্বপাক প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন, যে সকল বাস্তহারা তাহাদের বাস্তভিটার পুনরুদ্ধারের আশায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া আবার পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সম্পত্তি ভারত সরকার প্রত্যর্পণ —করিতে সক্ষম হননাই। ভারত রাষ্ট্রের গাযীআবাদ (ইউ, পি) সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হাজী রহমত আলীর মছজিদ বিধ্বস্ত করিয়া গুরুদ্বারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। ভোটের মছজিদ হিন্দু বাস্তত্যাগীদের বাসভবনে পরিণত হইয়াছে, জামি-মছজিদের সমুদয় সম্পত্তি শরণার্থীদের অধিকারে রহিয়াছে,—দিল্লী দরওয়াযার বুখারান মছজিদকে পায়খানা রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। কলিকাতার অপহৃত মছজিদগুলির পরিণতি আজ পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত—রহিয়াছে, পশ্চিম বাংলা হইতে সংখ্যাগুরু কর্তৃক —সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন ও নিষ্পেষনের সংবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। হিন্দুস্থান হইতে মুছলমান বাস্তহারাদের হিজরত ইতিপূর্বেও বন্ধ হয় নাই কিন্তু বিগত তিন মাসের ভিতর হাজার হাজার —মুছলমান নিজেদিগকে বিপন্ন ও সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিয়া পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া —আসিয়াছেন। মুহাজেরীনের কাফিলাগুলি হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের বৈদেশিক সচিবের নযরে পড়িতেছেনা, অথচ তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়াই বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছেন পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটিয়াছে!

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর হইতে আমরা বরাবর লক্ষ করিয়া আসিতেছি যে, ভারতরাষ্ট্র—পাকিস্তানের চক্ষুর তিলদর্শন করিতে সর্বদাই সচেষ্ট, কিন্তু তাহার নিজের চক্ষুর ঢেঁকি দর্শন করিতে সে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়।

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে,পাক-ভারত —সৌহার্দের আমরা নানাকারণে একান্ত ভাবে পক্ষপাতি এবং ইহার জন্য আমরা আমাদের জাতীয়সম্মান আর পাকরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্যসর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, শাক দিয়া মাছ ঢাঁকিয়া রাখার রীতি কোন দিনই সফল হইবার নয়।—আজ নূতন করিয়া ইহা ভাবিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক চাল পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত বন্ধুত্বভাব—রক্ষা করিয়া চলার উপায় কি? ভারত রাষ্ট্রের দীর্ঘেও প্রস্থে পাকিস্তানের শত্রুদল অবিরামভাবে নরহত্যা ও লুট তারাজের জন্য যে উস্কানি দিয়া আসিতেছে এবং যে অপরাধের শাস্তি ভারতের দণ্ডবিধিতে—ফাঁসী এবং যাবজ্জীবন দীপান্তর রহিয়াছে, ভারত সরকার উন্মিলিত নেত্রে সে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও যদি মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন আর সকল সময়ে সকল অপরাধের জন্য শুধু পাকসরকারকে দায়ী করাই যদি তাঁহাদের একমাত্র পেশা হয় তাহাহইলে এ অপরূপ মিত্রতার কি সার্থকতা হইবে?

পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের সৈন্য-সমাবেশ,

ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যাগুজব

www.ahlehadeethbd.org

রটাইতেছেন যে, পাকিস্তানের সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিতেছে। পাকসরকার কর্তৃক বারম্বার এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা সত্বেও ভারত সরকার নিরস্ত হইতেছেননা। কাশ্মীরে যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করে, তখনো ভারত সরকার এইরূপ গুজবের আশ্রয় লইয়াছিলেন. পুনরায় সেই পুরাতন টেক্‌নিক অবলম্বন করার— হেতুবাদ কি? আমাদের মনে হয়, ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: প্রথম, নিরাপত্তা পরিষদের দূত ডক্টর- গ্রাহামকে প্রভাবান্বিত করিয়া আপোষ ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার সমুদয় দায়িত্ব পাকিস্তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া; দ্বিতীয়, পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করা সম্বন্ধে জনমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করা। সম্প্রতি করাচীর ১৫ই জুলাই তারীখের একটী সংবাদে প্রকাশ, পাকপ্রধানমন্ত্রী আলী জনাব লিয়াকত আলী খান অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার পূর্ব-পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে তার সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিত করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইহাও বলিয়াছেন যে ভারতের মোট সৈন্যবাহিনীর শতকরা— নব্বই ভাগ সৈন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও ভারত সীমান্তে হানাদিবার যে সকল— আষ্‌গৈবী গুজব হিন্দুস্থান সরকার এতদিন যাবৎ প্রচার করিয়া এবং পাকিস্তানের শত্রুদল কে যেরূপ ভাবে প্রশ্রয়দিয়া আসিতেছিলেন. তাহার সেই রহস্য-পূর্ণ আচরণের আছল স্বরূপ আজ প্রকাশ হইয়া— পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ভারতসরকারের আচরণের ফলে যে আশংকাজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহা বিদূরিত করার জন্য তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে দুইটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে যে, পণ্ডিত নেহরুর অজ্ঞাতসারেই কি ভারতসরকার তাহার সমুদয় সৈন্য পাকিস্তান সীমান্তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? আর পাকিস্তানের আক্রমণ ভীতি বিদূরিত করার সদিচ্ছা কি পণ্ডিত নেহরুর সরকার সত্যই পোষণ করেন? অতীত অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে তাহাহইলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলাযাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে ভারতসরকারের সৈন্যদল কাশ্মীরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াই পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য একটা বিরাট অংশকে বলপূর্বক আজ পর্যন্ত দখল করিয়া রাখিয়াছে, আর পাকিস্তানকে আক্রমণ— ভীতির সাহায্যে সর্বদা সন্ত্রাসিত করিয়া রাখাই হইতেছে নেহরু সরকারের প্রধানতম বাহাদুরী।— কিন্তু নেহরু সরকারের এই দো-রোখা নীতির জাল ছিন্ন করার এবং তাহার বাহাদুরীকে চরমভাবে নিঃশেষিত করার দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানের নাগরিক-মণ্ডলীকেই গ্রহণ করিতে— হইবে। সুখের বিষয় যে, পাকরাষ্ট্রের হিফাযতের জন্য পাকিস্তানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাও প্রধানমন্ত্রী— ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্তানের আবাল বৃদ্ধ বণিতা খান লিয়াকত আলী খানের এই প্রতিজ্ঞার গৌরব যে তাহাদের জান ও মালের শেষ বিন্দু দিয়াও রক্ষা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেননা, আমাদের সে বিশ্বাস আছে।

কাশ্মীরের তল্‌ওয়ার,

ভারতর সরকার কাশমীরের মামলা রাষ্ট্রসংঘে স্বয়ং উপস্থিত করিয়াছিল এই আশায় যে, রাষ্ট্রসংঘ পাকিস্তানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিবে, কিন্তু সমুদয় রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ায় তাহার বুযর্গী ধরা পড়িয়াযায় এবং [illegible] স্বাধীন ও নিরপেক্ষ — ভোট গণনার প্রস্তাব সে মান্য করিয়া লইতে বাধ্য হয়। প্রতিশ্রুতি-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদ সমুদয় ব্যবস্থার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু গোড়াগুড়ি হইতে ভারত সরকার একদিকে নিরাপত্তা পরিষদে অংগীকার করা আর সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া অংগীকার ভংগ করার নীতি অনুসরণ — করিতে থাকে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোটগণনার ফল কোনদিনই যে ভারতের স্বার্থের অর্থাৎ যবর-দখলের অনুকূল হইবেনা, একথা ভাল ভাবেই তাহার জানা আছে বলিয়া যাহাতে ভোটগণনার প্রস্তাব— কার্যে পরিণত হইতে নাপারে তজ্জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক চেষ্টার পথে ভারত সরকার — বাধা জন্মাইতে থাকে। তাহার অন্যায় আব্দার এবং দুষ্টামির শুরুতেই প্রতিকার করা হইলে কাশ্মীর— সমস্যার বহু পূর্বেই সমাধান হইয়া যাইত কিন্তু অজ্ঞাত কারণ পরম্পরায় ভারত সরকারের সমুদয় অন্যায়কে বরদাশ্‌ত করা হইতে থাকে। পৃথিবীর লোকেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, ভারতের অন্যায় আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই কাশ্মীরের প্রশ্ন বিলম্বিত — এবং তাহার ফলে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হইতে চলিয়াছে তখন সর্বশেষে রাষ্ট্রসংঘ ডক্টর গ্রাহামকে প্রেরণ— করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হইতে পণ্ডিত নেহরু তারস্বরে ঘোষণা করিতে থাকেন যে, কাশ্মীর সমস্যা ভারতের পৈত্রিক ঘরোয়া ব্যাপার, এসম্পর্কে সে অন্যকোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে সহ্য করিবেনা এবং তাঁহার সরকার গ্রাহামের সংগে কোন রূপ সহযোগ করিবেননা। রাষ্ট্রসংঘকে মূলতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মিলিত প্রতিষ্ঠান মনে করিয়াই নেহরু সরকার স্বয়ং তাহার কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা তাঁহার সরকারের মতলবের — প্রতিকূল হওয়ায় উহা বাতিলের শক্তিতে এবং তাহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الرسائل والمسائل -

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

১৭। মওলবী লুৎফুল ইসলাম,— গংগাপুর, বাকেরগঞ্জ,

মোহাম্মদ ইছহাক আলী সরকার, বড়বিলার—ময়মনশাহী।

এক প্রদেশে রামাযান বা ঈদের চাঁদ দেখা গেলে এবং রেডিও বা টেলিগ্রামের সাহায্যে অন্য প্রদেশে উহার সংবাদ পরিবেশিত হইয়া থাকিলে পরবর্তী— স্থানে উক্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ছিয়াম — আরম্ভ বা পরিত্যাগ করা চলিবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণ বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,—

(ক) ইমাম আবুহানীফা, মালিক, আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ও লয়েছ বিনে ছআদ প্রভৃতির অভিমত এই যে, যে কোন নগরে হিলাল পরিদৃষ্ট হইলে সকল দেশে সকল স্থানের অধিবাসী বর্গের প্রতি উহার বিধান প্রযোজ্য হইবে। ইবনুল মনযর ইহাকে — অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) শাফেয়ীগণ বলেন, এক সহর অন্য সহরের নিকটবর্তী হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে আর দূরবর্তী হইলে আবু হামিদ, ইছফ্রাইনী ও — গয্‌যালী প্রভৃতির মত অনুসারে এক সহরের চন্দ্রদর্শন (রুয়ত) অন্য সহরের জন্য বলবৎ হইবেনা, কিন্তু কাযী আবুত্তইয়েব ও রুয়ানী প্রভৃতি বলেন, বলবৎ হইবে। বগভী বলবৎ হওয়াকেই ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দূরত্ব সম্বন্ধেও বিদ্বানগণের অভিমত অভিন্ন নয়। এক দল বলেন, দূরত্ব নিবন্ধন হিজায, ইরাক্ ও খুরাছানের মত যদি চক্রবালের (মত্‌লঅ্) বিভিন্নতা ঘটে, তাহা হইলে এক প্রদেশের রুয়ত অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী হইবেনা, কিন্তু বাগদাদ, কুফা, রয় ও কয্‌বীনের মত সহর পাশাপাশি হইলে কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিমত অনুসারে যতটুকু দূরত্বে নমায কছর করা হয়, রুয়ত সম্বন্ধেও সেই দূরত্ব নির্ভরযোগ্য; ইমামুল হারাময়েন, গয্‌যালী ও বগভী ইহাকেই — সঠিক বলিয়াছেন। তৃতীয় দল ইক্‌লীমের অভিন্নতা ও বিভিন্নতাকে দূরত্বের মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূভাগের সপ্তমাংশ সচরাচর এক একটী ইক্‌লীম রূপে — পরিচিত। চতুর্থ দল বলেন যে, মদীনা হইতে খুরাছান বা স্পেনের মত সুদূরে অবস্থিত প্রদেশে অন্য স্থানের রুয়ত গ্রাহ্য হইবেনা। ইবনুল মনযর এই উক্তি সম্বন্ধে ইজ্‌মার দাবী করিয়াছেন। ইবনুল মাজশুন বলেন, চন্দ্রোদয়ের সংবাদ প্রচারিত হইয়া থাকিলে দূরবর্তীগণের প্রতিও উহা প্রযোজ্য হইবে। প্রদেশপালের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের প্রতি উহা প্রযোজ্য হইবেনা কিন্তু মুছলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ আমীরুল মুমেনীনের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদয় স্থানেই উহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ইক্‌রিমা কাছিম, ছালিম ও ইছ্‌হাক বিনে রাহওয়ে এক প্রদেশের রুয়ত অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী মনে করেন নাই। তাঁহারা ইব্‌নে আব্বাছের একটী হাদীছ দ্বারা তাঁহাদের অভিমত প্রমাণিত— করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদ ও মুছলিম — প্রভৃতি রেওয়াত করিয়াছেন যে, কুরয়ব মওলা ইব্‌নে আব্বাছ শামে আমীর মুআবিয়ার নিকট গমন — করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, আমি শুক্রবারের সন্ধ্যায় রামাযানের হিলাল দর্শন করি এবং মাসের শেষভাগে মদীনায় ফিরিয়া আসি। ইব্‌নে আব্বাছ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

و انا بالشام، فراينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسالنى عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال متى رايتمو ? فقلت رايناه

ব্যবস্থা বাহিরের হস্তক্ষেপে পরিণত হইয়াছে! অধিকন্তু নিরপেক্ষ গণভোটের সমুদয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ— রূপে বানচাল করার মতলবে কাশ্মীরের ডোগরা রাজার মারফতে তথায় গণপরিষদ আহ্বান করা হইতেছে! ভারতের এই সুস্পষ্ট ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পরও ডক্টর গ্রাহাম পাক ভারতে পদার্পণ — করিয়াছেন এবং করাচী ও দিল্লী পরিভ্রমণের পর্ব শেষ করিয়া সম্প্রতি কাশমীরে গমন করিয়াছেন।— তাঁহার আদর আপ্যায়নে কোন পক্ষ ত্রুটী করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছেনা, কিন্তু ভারত সরকারের উল্লিখিত ঘোষণার পর তিনি কাশমীর সমস্যার যে কি সমাধান করিবেন, তাহা আমাদের এবং— প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর! তাঁহার নাকের উপরেই ভারত সরকার আজ পাকিস্তানের সীমান্তে তাহার সৈন্য বাহিনী সন্নিবেশিত করিয়াছে! পাকিস্তানের মাথার উপর কাশমীরের যে তরবারী ঝুলিতেছে, স্বয়ং পাকিস্তানকেই উহা ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দিতে হইবে, ইহার জন্য পাকিস্তান — সর্বতোভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে এবং আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি তাহার জন্য যথেষ্ট।

www.ahlehadeethbd.org

তোমরা কোন্‌দিন—চন্দ্রদর্শন করিয়াছ?—আমি বলিলাম, শুক্রবারের রাত্রিতে। তিনি বলিলেন, তুমি নিজেই দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। সকলেই—দর্শন করিয়াছে এবং রোযা রাখিয়াছে এবং মুআবিয়াও রোযা—রাখিয়াছেন। ইব্‌নে-আব্বাছ বলিলেন,—কিন্তু আমরা শনিবারের সন্ধায় হিলাল—

الجمعة ـ فقال انت رأيته ؟ قلت نعم ! و رآه الناس و صاموا و صام معاوية ـ فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه ـ فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم !

দর্শন করিয়াছি অতএব ত্রিশটা সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত অথবা ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা রোযা—রাখিতে থাকিব। আমি বলিলাম, মুআবিয়ার রুয়ত ও ছিয়াম কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলিলেন, না। আমাদিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। *

রছুলুল্লাহ (দঃ) কি আদেশ করিয়াছেন, ইব্‌নে-আব্বাছ তাহা উল্লেখ করেননাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের যে তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এক প্রদেশের রুয়ত অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য না হওয়া হয়রত ইব্‌নেআব্বাছের নিজস্ব ইজ্‌তিহাদ মাত্র।—রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ ইমাম আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম ও তিরমিযী প্রভৃতি ইব্‌নে উমর ও আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন,—হিলাল দর্শন করার পর রোযা রাখিবে আর উহা দর্শন করিয়া ইফ্‌তার করিবে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে দিন গণনা করিবে। অন্য রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ

اذا رأيتموه فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له و في رواية : فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ـ

(দঃ) বলিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে ত্রিশের—সংখ্যা পূর্ণ করিবে। †

রছুলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশ ব্যাপক, কোন অঞ্চল বা ভূভাগকে তাঁর আদেশে সীমাবদ্ধ——করা হয় নাই, সুতরাং একস্থানের রুয়ত দ্বারা সকল স্থানে উহার বিধান বলবৎ করার আদেশ অধিকতর স্পষ্ট এবং নছ্‌ছের ব্যাপক আদেশকে ইব্‌নেআব্বাছের ইজ্‌তিহাদ সীমাবদ্ধ করিতে সক্ষম নয়। বুখারী ও মুছ্‌লিমের উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে ইমাম শওকানী লিখিয়াছেন,—

و هذا لا يختلف باختلاف الناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم مالزمهم ـ

রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ আঞ্চলিক বিভিন্নতার জন্য পৃথক পৃথক হয় নাই, সকল মুছলমান উক্ত আদেশে সম্বোধিত হইয়াছেন, সুতরাং এক নগরের রুয়ত অন্য নগরের প্রতি—প্রযোজ্য হইবার—ব্যবস্থা না হইবার ব্যবস্থা অপেক্ষা সুস্পষ্ট! কারণ এক সহরের মুছলমানের চন্দ্রদর্শন সকল মুছলমানের দর্শনের অনুরূপ, সুতরাং সেই সহরের মুছলমানগণের উপর যাহা প্রযোজ্য হইবে, অপরস্থানের মুছলমানদের উপরও তাহা বলবৎ হইবে। *

তারপর এক সহরের রুয়ত অন্য সহরের জন্য—অনুসরণীয় না হওয়াই যদি ইব্‌নে আব্বাছের ইংগিতকৃত হাদীছের তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে দূরত্বের—পরিমাণ এবং মতলার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উহাতে কোন উল্লেখ নাই। আবার ইহাও লক্ষ—করার বিষয় যে, শাম ও মদীনার দূরত্ব এত দূর নয় যাহাতে মতলার পার্থক্য ঘটিতে পারে, সুতরাং ইব্‌নে আব্বাছের শামের রুয়ত অস্বীকার করার হেতুবাদ তাঁহার ইজ্‌তিহাদ মাত্র এবং কোন ছাহাবীর ইজ্‌তিহাদ শরয়ী দলীল নয়। ইব্‌নে আব্বাছ রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক এমন কোন হাদীছ রেওয়ায়ত—করেন নাই, যদ্দ্বারা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি যে, উহা হয়রতের ব্যাপক আদেশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি কিনা। সর্বশেষ কথা যে, ইব্‌নে আব্বাছের ইজ্‌তিহাদকে রছুলুল্লাহর (দঃ) ব্যাপক আদেশের সংকোচক বলিয়া মানিয়া লইলে বেশীর বেশী এই টুকু সাব্যস্ত হইতে পারে যে, মদীনা হইতে—দেমেশ্‌কের দূরত্ব যতখানি, তত খানি দূরত্বের কোন সহরের রুয়ত অন্য সহরের উপর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ইব্‌নে আব্বাছের ইজ্‌তিহাদকে মর্‌ফু হাদীছের—সংকোচক স্বীকার করার উপায় নাই।

ইমাম কর্তবী তাঁহার উছ্‌তাযগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,—

اذا رآه اهل بلد لزم اهل البلاد كلها ـ

এক নগরের অধিবাসীরা হিলাল দর্শন করিলে সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্য উহা অনুসরণীয় হইবে, ইহাই ইমাম আবুহানীফা—

* ফত্হুর রব্বানী (৯) ২৭০ পৃঃ। † বুখারী (১) ২১৫, মুছলিম (১) ৩৪৭, তিরমিযী (২) ৩৪ পৃঃ।

* নয়লল আওতার (৪) ১৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মালিক ও আহমদের সিদ্ধান্ত। * রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশের সহিত এই সিদ্ধান্তই সুসমঞ্জস এবং আমরা ইহাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করি।

রেডিও ও টেলিগ্রামের সংবাদ ইছ্‌লামী হুকুমতের মধ্যস্থতায় বিতরিত হইলে উহা অবিশ্বাস করার কোন শর্‌য়ী বা যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার আবশ্যক কার্যাবলী রেডিও ও টেলিগ্রামের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং 'উর্‌ফে আম' অনুসারে ওগুলি হস্তলিখিত পত্রের সংবাদের অনুরূপ বিবেচিত হইবে। অবশ্য রেডিও বা টেলিগ্রামের যে সংবাদ অমুছলমান কর্তৃক পরিবেশিত হইবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া ছিয়াম বা ইফ্‌তার পালন করা চলিবেনা, কারণ এ সম্পর্কে শরীঅতে কেবল মুছলমানের রুয়ত ও সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করা হইয়াছে।

১৮। **মওলবী মোহাম্মদ মুহ্‌ছিন,**
হাটশেরপুর—বগুড়া

ঈদ ও জুমা একত্রিত হইলে জুমা পড়িতে হইবে কিনা, সেসম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। অধিকাংশ উলামার সিদ্ধান্ত এই যে, ঈদের নমায আদা করার পর যথারীতি জুমা পড়িতে হইবে। তাঁহারা বলেন যে, জুমা ওয়াজিব আর ঈদের নমায নফল অথবা ছুন্নতে মুওয়াক্‌কাদা, সুতরাং ঈদ জুমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেনা, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কিয়াছের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একদল উলামার অভিমত যে, ঈদ আদা করার পর জুমা পড়া ফর্‌য বা ওয়াজিব নয়, যাহার ইচ্ছা সে পড়িতে পারে আর যাহার ইচ্ছা, সে জুমা পরিত্যাগ করিতে পারে। বহু আহ্‌লেহাদীছ শেষোক্ত অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেসকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন তন্মধ্যে—একটী হাদীছ ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, নাছায়ী, ইব্‌নে মাজা ও হাকিম যয়েদ বিনে আরকমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নমায প্রাতঃকালের প্রথমাংশে পড়িলেন, অতঃপর ঈদ সম্বন্ধে রুখ্‌ছত দান করিলেন এবং বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় সে — من شاء ان يجمع فليجمع জুমা পড়িতে পারে। হাফিয ইবনেহজর উহার—ছনদের অন্যতম রাবী আয়াছ বিনে আবি রমলাকে অজ্ঞাতনামা (মজ্‌হুল) এবং হাফিয ইব্‌নে হয্‌ম উহার ছনদের আর দুইজন রাবী ইছ্‌রায়ীল ও আবদুল হামীদ বিনে জা'ফরকে দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু ইমাম আলী বিনুল মদীনী, হাকিম ও যহবী উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলিয়াছেন। * আর একটী হাদীছ আবুদাউদ, ইব্‌নেমাজা ও হাকিম আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আজিকার দিনে দুই ঈদ একত্রিত হইয়াছে, যে ইচ্ছা করে সে— قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجمعون জুমা না পড়িলেও পারে এবং আমরা জুমা পড়িতেছি। এই হাদীছের ছনদের অন্যতম রাবী বকীইয়া বিনুল ওলীদ : ইমাম আহ্‌মদ ও দারুকুত্‌নী এই হাদীছকে মুর্ছল বলিয়া স্বীকার করিলেও বয়হকী উহা মওছুল ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, من احب ان يجلس من اهل العالية فيجلس من غير حرج — কিন্তু উহাদ্বারা জুমা না পড়ার অনুমতি শুধু দূরবর্তীগণের জন্যই সাব্যস্ত হইতেছে। অধিকন্তু উহার ছনদকে বয়হকী ও ইব্‌নে হজর দুর্বল বলিয়াছেন। ছহীহ ছনদের সহিত যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হয্‌রত উছ্‌মানের উক্তি। †

আবুদাউদ ও নছায়ী ছহীহ ছনদের সহিত ওয়াহাব বিনে কয়ছানের প্রমুখাৎ আবদুল্লাহ বিনে যুবয়র সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি ঈদের নমায বিলম্বে পড়িয়া, পরে আর জুমা পড়েন নাই এবং ইব্‌নে আব্বাছ উহা অবগত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইব্‌নে যুবয়র ছুন্নতের অনুসরণ করিয়াছেন। পুনশ্চ আবুদাউদ আতার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, যে ইব্‌নুয যুবায়র ঈদ ও জুমার জন্য একত্রিত ভাবে শুধু দুই রক্‌অত নমায পড়িয়াছিলেন।

মোটের উপর ঈদের পর জুমা না পড়ার অনুমতির হাদীছগুলির মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু ছাহাবাগণের মধ্যে উছমানগনী, ইব্‌নে আব্বাছ ও ইব্‌নে যুবয়র সম্পর্কে ইহা সঠিক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা রুখ্‌ছতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী রুখ্‌ছতকে—সহরের বাহিরের লোকের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কেহ কেহ ইমাম ও তিনজন মুক্‌তদী ছাড়া অন্য সকলের জন্য রুখ্‌ছতের ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। রুখ্‌ছতের হাদীছগুলির যে অবস্থা, তাহাতে কোর্‌আনের স্পষ্ট নছ্‌ছের সাহায্যে প্রমাণিত জুমার—ব্যাপক ফর্‌যীয়তকে ওগুলির সাহায্যে নির্দিষ্ট করা মুশ্‌কিল, বিশেষতঃ ঈদের দিন জুমার নিষিদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই। অতএব ঈদের পর ঈদগাহ হইতে ফিরিয়া স্ব স্ব মছ্‌জিদে জুমা আদা করা উত্তম আর প্রকৃতপক্ষে সঠিক যাহা, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

---

* গায়তুল আমানী (৯) ২৭২পৃঃ।

* মুছ্‌তদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ২৮৮; নয়লুল আওতার (৩) ২৩৯ পৃঃ; মুহাল্লা (৫) ৮৯ পৃঃ।

† ছুননে বয়হকী (৩) ৩৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org